চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 31 October, 2019 ■ আগরতলা, ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১৩ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হাসপাতাল থেকে তুলে এনে লকআপে রাখতেই অসুস্থ বাদল চৌধুরী, পাঠানো হল আইসিইউতে

পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে আজ ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ হাসপাতাল থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু, থানায় লকআপে ঢোকানোর সাথে সাথেই তিনি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। এখন তিনি জি বি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ডাঃ রাজেশ দেববর্মার নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। এদিকে, থানার লকআপে তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে বিস্ফোরক দাবি করেন বাদল চৌধুরী।

প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ লকআপে ঢোকানোর চেষ্টা করছে (বাঁয়ে), লকআপে ঢোকানোর কিছুক্ষণ পর অসুস্থ হওয়ায় বাদল চৌধুরীকে জিবি হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয় (ডানে)। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার পূর্ত দপ্তরের কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ম নীতি উলঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাতে, আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে দাবি করেছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। ওই কেলেঙ্কারি মামলায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ভিজিলেন্স। ওই মামলায় প্রথমে ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি এখন জেল হেপাজতে রয়েছেন। এরপর পুলিশ প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। অবশ্য তাঁকে পুলিশ জালে তুলতে পারেনি। কারণ দায়রা আদালতে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন বাতিল হয়ে যাওয়ার পর তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। ফলে পুলিশ তাঁকে কোথাও খুঁজে পায়নি। এরই মধ্যে তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু, ওই আবেদনের শুনানি নিস্পত্তি হওয়ার আগেই তিনি আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে পুলিশের নজরদারিতেই হাসপাতালে চিকিৎসা করেন চিকিৎসকরা।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ অক্টোবর ত্রিপুরা হাইকোর্টে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। কিন্তু, ওইদিন আদালত কোন রায় দেননি। বরং, হাইকোর্ট পুলিশের কাছে কেইস ডায়েরি চেয়েছিল। আজ আদালতে বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি সম্পন্ন রায়দান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা সিপিএম বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্টে রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি অরিন্দম লোধ। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীকাল রায় ঘোষণা হতে পারে। ফলে, বাদল চৌধুরী ভাগ্য আজও ঝুলে রইল ত্রিপুরা হাইকোর্টে। এদিকে, পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে পশ্চিম জেলা দায়রা আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

আজ সকাল এগারটা থেকে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতি অরিন্দম লোধের এজলাসে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি শুরু হয়। বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আজ ফের আদালতে জামিনের পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, বিধানসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটি পূর্ত ঘোটালায় বাদল চৌধুরীকে ক্লিনচিট দিয়েছে সে-কথাও আদালতে জোর দিয়ে সওয়াল করেছেন।

এদিকে, এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেন। সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্জয়নগরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ফের আগরতলায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দূর্জয়নগরে আর্মি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এনসিসি থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে স্থানীয় জনগণ আর্মি ক্যাম্প লাগোয়া জলের ট্যাঙ্কারের পাশে ওই মৃতদেহটি দেখতে পেয়েছেন। তার আঘাতের চিহ্ন নেই। তাই এই ঘটনাটিকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

আজ সকালে স্থানীয় জনগণ দুর্জয়নগর আর্মি ক্যাম্প লাগোয়া জলের ট্যাঙ্কারের পাশের জঙ্গলে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনার খবর পেয়ে, উৎসাহী আরো অনেকেই সেখানে জড়ো হন। এরই মধ্যে খবর দেওয়া হয় এনসিসি থানায়। পুলিশ এসে জানতে পারেন ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইদ্যাদীঘিতে বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষে আহত ছয়, পুড়ল দোকান ও ট্রিপার ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ অক্টোবর।। বিজেপিতে গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বাইদ্যাদীঘি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। উত্তেজিত বিজেপি কর্মীরা বাইদ্যাদীঘি বাজারে দুইটি দোকান ও একটি ট্রিপার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দুই গোষ্ঠীতে সংঘর্ষের জেরে অন্তত ছয় জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনা কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। আপাতত এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যারা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা।

অভিযোগে জানা গিয়েছে, বিজেপির সিপাহীজলা জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি সাহেব মিয়ার সাথে দুই যুবকের বচসা হয়েছে। ওই সময় সাহেব মিয়া দুই যুবককে শারীরিক নিগৃহ করেছেন বলে অভিযোগ। তাতে, প্রতিশোধ নিতে সন্ধ্যায় বাইদ্যাদীঘি বাজারে ওই দুই যুবকের ঘনিষ্ঠরা সাহেব মিয়াকে পাল্টা মারধর করেছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাহেব মিয়ার ঘনিষ্ঠরা সংঘবদ্ধভাবে বাইদ্যাদীঘি বাজারে হামলা চালায়। তখন কসবা এলাকার স্থানীয় জনগণও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ মারাত্মক রূপ নেয়। উত্তেজিত হয়ে সংঘর্ষকারীরা বাইদ্যাদীঘি বাজারে দুইটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রিপার গাড়িতেও তারা আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে, সংঘর্ষের জেরে স্থানীয় দোকানদার ভয়ে পালিয়ে যান। অনেকে দোকান বন্ধ না করেও বাইক, বাইসাইকেল ফেলে রেখে পালিয়ে যান। কিন্তু, এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন স্থানীয় জনগণও সংঘর্ষের জেরে আক্রান্ত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুইটি দোকান ও ট্রিপার গাড়িটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দমকল বাহিনী আগুন আয়ত্বে আনলেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিনের সংঘর্ষের জেরে সাহেব মিয়া সহ ছয় জন আহত হয়েছেন। জানা গেছে, সাহেব মিয়ার বড় ভাই জুজু মিয়া, শঙ্কর সাহা, জীবন চন্দ্র শীল, উত্তম দেবনাথ এবং প্রদীপ দেবনাথ আহত হয়েছেন। তাদেরকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে সাহেব মিয়া ও জুজু মিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাদের জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। বাকি চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সাহেব মিয়ার বোনের অভিযোগ, কয়েকজন যুবক তার ভাইয়ের গাড়ি আটকে তাকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করেছে। তখন সাহেব মিয়া গাড়ি থেকে নেমে প্রতিবাদ জানালে ওই যুবকরা তাকে বেধড়ক পিটিয়েছে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার বড় ভাই জুজু মিয়াও আহত হয়েছেন। সাহেব মিয়ার বোন জানান, আক্রমণকারী যুবকদের পরিচয় তিনি জানেননা। কিন্তু, ওই ঘটনায় তিনি থানায় মামলা দায়ের করবেন।

এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য, বিশালগড় এসডিপিও উত্তম বণিক ও জম্পুইজলা এসডিপিও ঘটনাস্থলে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপারে এসে দামাল হাতির তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। খাদ্যের সন্ধানে সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপারে এসে বাড়িঘর, ফসল তছনছ করে দিল দামাল হাতি। ওই হাতির তান্ডবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার বৈঠাংবাড়ি এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। অবশ্য, গ্রামবাসীরা ওই হাতিকে আটক করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে। আজ বিকেলে বিজিবি ও বিএসএফের আধিকারিকদের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পতাকা বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে স্থির হয়েছে হাতির মালিক ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে দেবেন।

মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে বৈঠাংবাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়ে ওই দামাল হাতি। খাবারের সন্ধানেই তার এপারে আসা তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু বৈঠাংবাড়ি এলাকায় কয়েকটি বাড়িঘর, ফসল ও ধানের জমি নষ্ট করে দিয়েছে ওই হাতি। হাতির তান্ডবে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শেষে স্থানীয় জনগণ একত্রিত হয়ে ওই হাতিটিকে ধরে ফেলেন। তাকে বেঁধে রেখে পানিসাগর বন দপ্তরে খবর দেন স্থানীয়রা।

এদিকে, সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপারে এসে বাড়িঘর তছনছ এবং ফসল নষ্ট করার ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীকে লকআপে রাখার প্রতিবাদে রাজপথে সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনে লকআপে রাখার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সিপিএম রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে বুধবার বিকালে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাছাড়াও মিছিলে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর সহ সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বরা। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এক পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাশ সহ অন্যান্যরা। বক্তারা এদিন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেন। বক্তাদের অভিযোগ বাদল চৌধুরীকে আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতাল থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। হাসপাতালে বাদল চৌধুরীর স্ত্রীর সাথেও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ।

থানায় নিয়ে যাওয়ার পর বাদল চৌধুরীর সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। যখন বাদল চৌধুরীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন আদালতে জামিনের আবেদনের উপর শুনানী চলছিল। সিপিএম নেতৃত্বের আরও অভিযোগ বিজেপি জোট সরকার ষড়যন্ত্র করে বাদল চৌধুরীকে হেনস্থা করছে।

সুস্থ হয়ে ওপার বাংলায় ফিরে গেলেন ৯ বছর যাবৎ নিখোঁজ থাকা বীথি আখতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। সুস্থ হয়ে ওপার বাংলায় নিজের দেশে ফিরে গেলেন বীথি আখতার। বাংলাদেশের নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার বাসিন্দা বীথি নিজের অজান্তেই ত্রিপুরায় চলে এসেছিলেন। মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন, তাই চিনতেই পারছিলেন না কোথায় এসেছেন। ২০১০ সালে নিখোঁজ হওয়ার পর আজ তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরেছেন। তাঁর মা সাফিয়া আখাউড়া সীমান্তে এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন। দীর্ঘ নয় বছর বাদে হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে ত্রিপুরা সরকার, ভারত সরকার এবং তাঁর মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য চিকিৎসককে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাফিয়া। শুধু তাই নয়, মেয়েকে খোঁজে পেতে সাহায্যের জন্য নড়াইল জেলা সভাপতি সৈয়দ খাইরুল আলমকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা বলেন, ত্রিপুরা সরকারের জন্যই বাংলাদেশে হারিয়ে যাওয়া

বীথি আখতারকে (ডানে) তাঁর মা আখাউড়া চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে স্বদেশে নিয়ে যান। ছবি নিজস্ব।

মেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন। এমন আরো ১৮ জন রয়েছেন। সুস্থ হয়ে উঠলে তাদেরও দেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হবে।

২০১০ সালে বাংলাদেশে নিখোঁজ হয়েছিলেন বীথি আখতার। ভারতে তাকে ধলাই জেলার সালেমা পুলিশ উদ্ধার করে। কিন্তু, মানসিক ভারসাম্যহীন হাওয়ায় পুলিশকে বাড়ির ঠিকানা জানাতে পারেননি বীথি আখতার। ফলে, তাকে ২০১২ সালের ১৭ মার্চ সালেমা থানার পুলিশ আগরতলায় নরসিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ওই হাসপাতালে চিকিৎসায় বীথি সুস্থ হয়ে উঠেন। আজ তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এ-বিষয়ে বাংলাদেশের নড়াইল জেলা সভাপতি সৈয়দ খাইরুল আলম বলেন, ৩ মাস আগে জানতে পেরেছি বাংলাদেশে হারিয়ে যাওয়া বীথি আখতার আগরতলায় একটি মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সে-মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার, ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক এবং বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনী ও হাই কমিশনের সাথে যোগাযোগ শুরু করি। তাতেই সাফল্য মিলেছে। আজ হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে মায়ের কোলে তোলে দিতে পেরেছি, আবেগতাড়িত হয়ে বলেন তিনি।

বীথি আখতারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার অফ মেন্টাল হেলথ ডাঃ জ্যোতির্ময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোয়াটসঅ্যাপে তিন তালাক পুলিশের দ্বারস্থ নির্যাতিতা স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ অক্টোবর।। উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এরপর তিন তালাকের মামলা এবার ত্রিপুরায়। সৌদি আরব থেকে স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে তিনবার তালাক তালাক তালাক বলে সম্পর্ক ছিন্ন করে আবুল হোসনে(৩৫) নামের এক যুবক। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তরের কদমতলা থানা এলাকায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলা থানায় সালমা বেগম(২৩) নামের এই মামলা করে।

মামলা নম্বর ৬০/১৯/কেডিএল/পিএপতার বিরুদ্ধে ইউ এস-৪৯৮(এ) আইপিসি/৪ অফ দি মুসলিম ওম্যান প্রটেক্ট অফ রাইট অন মেরিড অ্যাক্ট ২০১৯ ধারায় মামলা লিপিবদ্ধ হয়। পুলিশ শুধু আব্দুল হোসেনের নামে মামলা নেয়নি তার পিতা মাতা ও বোনের নামেও মামলা নিয়েছে। তিন তালাকের নিপীড়িত সালমা জানায় এ মাসের ২৭ তারিখ তার স্বামী সৌদি আরব থেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাকে তালাক দেয়। সে সময় সে শ্বশুরবাড়িতে ছিল না বাপের বাড়িতে ছিল। তার কারণ হিসেবে সালমা জানায়, শ্বশুরবাড়িতে স্বামী আব্দুল হেসেনের দ্বারা এক ব্যক্তি নিয়োগ করা হয়। সালমার সেই ব্যক্তির নাম বলেনি তবে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে। ২০১৫ সালের ১৫ নভেম্বর কদমতলা থানাধীন জোলাইবাড়ি এলকার বাসিন্দা আব্দুল রহিমের পুত্র আব্দুল হোসেনের সাথে আসামের করিমগঞ্জ জেলার বাজারি ছড়া থানা এলাকার কুর্তি গ্রামের মুজিবুর রহমানের মেয়ে সালমার সাথে মুসলিম ধর্মীয় রীতি অনুসারে বিবাহ হয়। বিয়ের পর ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে আবুল হোসেন সৌদি আরবে যায় তারপর ২৯মে ২০১৯ ইং তারিখে জলাইবারি স্থিত নিজ বাড়িতে পিরে আসার তিন মাস পর পুনরায় স্বামী আবুল হোসেন সৌদি আরব চলে যায়। তাদের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক ছিল না । প্রায়ই চলত সালমার উপর নর্যাতন বলে অভিযোগ।

হোয়াটসঅ্যাপের একটি মেসেজ তাতে লেখা ছিল তালাক, তালাক, তালাক। আর তখনই ভেঙ্গে যায় সালমার সোনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ২৩ ◻ ৩১ অক্টোবর ২০১৯ ইং ◻ ১৩ কার্তিক ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পরীক্ষার মুখে এডিসি ভোট

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) নির্বাচনের দিন আগাইয়া আসিতে থাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হইয়া গিয়াছে। এডিসি দখলে বিজেপি যে মরণ কামড় দিবে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নহে। নির্বাচনের আগে এডিসির ক্ষমতা হইতে সিপিএমকে সরাইবার চেষ্টাও চলিতেছে। কিছুদিন আগে কয়েকজন এডিসি সদস্য অনাস্থা আনিয়া রাজ্যপালের দ্বারস্থ হইয়াছিল। কিন্তু, সিপিএম এই ঘটনায় নিন্দা জানাইয়া বলিয়াছে অনাস্থা প্রস্তাবে যাহাদের নাম উল্লেখ ছিল তাহাদের অধিকাংশেরই জাল স্বাক্ষর। আসলে, এডিসি ভাঙ্গার চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু, সিপিএমের এডিসি সদস্যরা পারতপক্ষে দলত্যাগ করিতে চাহিবে না। কারণ এডিসি এলাকায় বিজেপির শক্তিশালী সংগঠন নাই। এডিসির ২৮টি আসনে বিজেপি এককভাবে প্রার্থী দিলেও ভোটে জয়ী হইবার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা কতখানি তাহাই প্রশ্ন। বিজেপির শরিক দল আইপিএফটির শক্তিক্ষয় হইলেও পাহাড়ে তাহাদের সংগঠন ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, কোনও কোনও এলাকায় বিজেপি আইপিএফটির মধ্যে সংঘর্ষ হইতেছে। অথচ আইপিএফটি ও সিপিএমের মধ্যে কোনও সংঘাত নাই। এমন কি কংগ্রেসও তাহাদের কাছে বন্ধুর মত। এডিসি ভোটে কংগ্রেস তো এখনও হাত তুলিয়া আছে। এখন প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে দৌড়ঝাপ প্রদেশ সভাপতি পদ পাওয়া নিয়া। এখন পর্য্যন্ত যেসব নেতা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দৌড়ে আছেন তাহাদের একজনও উপজাতিদের মধ্যে ন্যূনতম প্রভাব প্রতিপত্তি নাই। ফলে, কংগ্রেস এরাজ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এই অবস্থায় পাহাড়ে ঘর গুছাইতে মগ্ন সিপিএম। তলে তলে সংগঠন শক্তিশালী করিতে উদ্যেগ শুরু হইয়াছে। এই পরিস্থিতি এডিসি এলাকায় বিজেপির বিজয় রথ কতখানি আগাইতে পারিবে তাহাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

উপজাতিদের উন্নয়ন ও স্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই রাজ্যে এডিসি গঠন করা হয়। বাম সরকারের প্রথম দিকেই এডিসির পত্তন হয়। রাজ্যের সিংহভাগ এলাকাই এডিসির মধ্যে পড়িয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু, বাম সরকার সেখানে অনড় ভূমিকা পালন করে। এই এডিসিতে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিল দেওয়ার জন্যও জোরদার আন্দোলন চলে। উগ্রপন্থী দল টিএনভির প্রধান বিজয় রাংখল আত্মসমর্পণের সময় যেসব শর্ত রাখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছিল এডিসিতে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিল কার্য্যকর করা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর চেষ্টায় ত্রিপুরার এডিসিতে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিল ভুক্ত করা হয় পার্লামেন্টে। ত্রিপুরায় এডিসি প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে এখন পর্য্যন্ত জনমনে সার্থকতার ছোঁয়া পৌছায় নাই। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, এরাজ্যের উপজাতিদের কল্যাণে এডিসির ভূমিকা হতাশাজনক। সেই এডিসি দখলে এখন গেরুয়া দল একেবারে আদা জল খাইয়া নামিতে চাহিয়াছে। কারণ, এডিসি দখলে না রাখিতে পারিলে তাহার ভুল বার্তা যাইবে সর্বত্র। সুতরাং ত্রিপুরার এডিসি দখল করিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের স্বশাসিত পরিষদগুলিতে বিজেপির থাবা বসাইতে সুবিধা হইবে। একথা তো ঠিক আজ রাজ্যে উগ্রপন্থী নাই। কিন্তু, এই সমস্যা জন্ম দিতে কতক্ষণ। ত্রিপুরায় উপজাতি উন্নয়ন নিয়া যদি উপজাতিরা সক্রিয় না হয়, নানা অজুহাতে এডিসিকে দূর্বল করা হয় তাহা হইলে উপজাতিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এরাজ্যে উগ্রপন্থার ভয়াল পরিস্থিতি ত্রিপুরাকে কত যোজন পিছনে ঠেলিয়াছে। আজ রাজ্যে উগ্রপন্থার ভয়াবহতা নাই। কিন্তু, সেই ভয়াল দিনগুলি ফিরিয়া আসিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? ত্রিপুরায় এক সময় উগ্রপন্থীদের রাজনীতির তাস খেলা হইয়াছে। স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়া যাহারা জঙ্গলে বন্দুক হাতে নামিয়া পড়িয়াছিল তাহাদের অনেকেই এখন বিভিন্ন দলে আশ্রিত। ত্রিপুরার স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য যিনি এখন মানুষের মনে ত্রাস আনিয়া দিতে পারেন তিনি বিজয় রাংখল। তাহার টিএনভি কত মানুষের রক্ত ঝরাইয়াছে তাহার হিসাবে আছে? ত্রিপুরার উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশের সাহায্যপুষ্ট ছিল। শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হইবার পরই ত্রিপুরার উগ্রপন্থা চরম বিপাকে পড়ে। ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু, শেখ হাসিনা ভারতের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থা মানিয়া নিবেন না বুঝাইয়া দেন। আর উগ্রপন্থীদের বীরপঙ্গুবরা একেবারে ল্যাজে গুটাইয়া স্বাধীন ত্রিপুরার বিপ্লবে ইতি টানিতে বাধ্য হয়।

সুতরাং মনে রাখিতে হইবে উপজাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন কোনও পদক্ষেপ যাহাতে নেওয়া না হয় যাহাতে অশান্তির পথ উন্মুক্ত হইবার সুযোগ পায়। অতীতে এরাজ্যে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে রাজ্যবাসীকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। রক্তে ভাসিয়াছে গোটা রাজ্য। যাহারা এক সময় স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন আজ তাহারা স্বাভাবিক জীবনের বাসিন্দা। এক সময় উগ্রপন্থীদের একশ্রেণীর নেতা আরাম আয়েশে বাংলাদেশ কাটাইয়াছে। সেই সুযোগ আর সহজে আসিবে মনে হয় না। অতীতে ত্রিপুরার জাতি উপদাতির মধ্যে নজীর বিহীন দাঙ্গাও হইয়াছে। এই পার্বতী রাজ্যে পাহাড়ী বাঙালী কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া উন্নয়নের পথ ধরিতে হইবে। সুতরাং অবাধ ও সুষ্ঠু এডিসি নির্বাচনের মাধ্যমে শক্তিশালী নির্বাহী কমিটি গড়িয়া নতুন ইতিহাস তৈরী হউক। বিজেপি সরকারের আমলে এডিসি ভোটে নতুন ইতিহাস গড়িয়া উঠুক। যে ইতিহাস জাতি উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতির পথকে আরও সুদৃঢ় করিবে।

ইফি-র উদ্বোধনে হাজির থাকতে পারবেন না প্রসেনজিৎ

কলকাতা,৩০ অক্টোবর (হি.স.):এই বছর ৫০ তম বর্ষে পর্দাপন করলো ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (ইফি) উ সেই কারণে এই বছর ইফি-র উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে উ কিন্তু ব্যস্ততার কারণে ইফি-র উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন না অভিনেতা প্রসেনজিৎ। আগামী ২০ নভেম্বর থেকে গোয়ায় শুরু হবে চলচ্চিত্র উৎসব ইফি উ চলবে ২৮ তারিখ পর্যন্ত উ ইফি-র উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে না পারলেও শোনা যাচ্ছে ইফিতে মাস্টারক্লাস নিতে গোয়া যাবেন প্রসেনজিৎ উ কারণ এই বছর থেকে ফিল্ম মেকিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাস্টারক্লাসের আয়োজন করেছে ইফি উ পরিচালনা, অভিনয়, সিনেমাটোগ্রাফি, প্রোডাকশন ডিজাইন, সম্পাদনা, সঙ্গীত পরিচালনা নিয়ে আলোচনা হবে।

ডকুমেন্টের সই করা কার্বন কপিও প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে আদালতে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : এবার থেকে কোনও ডকুমেন্টের সই করা কার্বন কপিও প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে আদালতে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে আদালতে কোনও মামলা চলাকালীন কোনও লিখিত নথি বা কাগজের সই করা কার্বন কপি প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের সেকশন ৬২ অনুযায়ী এই নিয়মই চালু থাকবে আদালতে। হরিয়ানা হাইকোর্টে জমি সমস্যা সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মামলা করা দু'পক্ষই সই করা ডকুমেন্টের কার্বন কপি জমা দিয়েছিল আদালতে। তবে প্রমাণ হিসেবে তা গ্রাহ্য করেনি হরিয়ানা হাইকোর্ট। বরং হরিয়ানা হাইকোর্টের তরফে বলা হয়েছিল এ ধরনের কোনও কার্বন কপি প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। এরপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই দুই পরিবার। শুরু হয় মামলা। এই মামলার ভিত্তিতেই বুধবার রায় দিয়েছে জাস্টিস দীপক গুপ্তার বেঞ্চ। স্পষ্ট বলা হয়েছে হরিয়ানা হাইকোর্ট যা করেছে তা সঠিক নয়। সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছে অরিজিনাল বা আসল ডকুমেন্টের সঙ্গে ওই ডকুমেন্টের সই করা কার্বন কপির কোনও ফারাক নেই। অতএব মামলার ক্ষেত্রে কার্বন কপিও প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের সেকশন ৬২-তেও বিস্তারিত ভাবে তেমনটাই বলা রয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন—নতুন তথ্যের সন্ধানে

কৌশিক রায়

বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর সালফার ডাই অক্সাইডের মতো দম বন্ধ করা 'গ্রিনহাউস গ্যাস', দুই মেরু্র চিরস্থায়ী বরফস্তরের আশঙ্কাজনক গলন, বিশ্বের জলবায়ুর গড় উষ্ণতা বাড়তে থাকা, ক্ষতিকর পোকামাকড় এবং রোগজীবাণুর বংশবৃদ্ধি, অনিয়মিত ঋতু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি-উদ্ভিদের অবলুপ্তি—বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ামিংয়ের মতো আশঙ্কাজনক ব্যাপারটির ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলি এখন আতঙ্ক জনক হলেও অতি সাধারণ এবং সাধারণ মানুষও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মহলে বহু আলোচিত। তবে, বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক অজানা তথ্য। বিজ্ঞান ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সেগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্ততঃ সেই তথ্যগুলি থেকেই বুঝতে পারা যেতে পারে---মহাবিশ্বের এই (আপাতত) এখমাত্র প্রাণবন্ত গ্রহটির ভবিষ্যতে চাঁদের মতো প্রাণহীন নয়ে যাওযার আশঙ্কা কতটা বেশি।

জীবাশ্ম-জ্বালানি (Fossil Fuels) নয়, দূষণবিহীন বিকল্প শকিত্র উৎসগুলিই আমাদেরকে শিল্প-অর্থনীতিতে উন্নত হওয়ার পাশাপাশি গ্রিনহাউস গ্যাসবিহীন এক নিস্কলুষ ধরিত্রী উপহার দিতেই পারে। তাই, সৌরশক্তিকে বাঁধার ও ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে বসানো হয়েছে সুবিশাল আয়নার মতো দেখতে অনেকগুলি সোলার প্যানেল। অস্তায়মান সূর্যের শেষ আলোক রশ্মিটুকুও গ্রহণ করে সেই প্যানেলগুলি উৎপন্ন করছে অফুরন্ত, পূনর্ব্যবহার্য্য এবং দূষণবিহীন শক্তিকে। আবার, স্ক্রিপস ইনস্টিটিউট অভ ওশিয়ানোগ্রাফি এবং ন্যাশনাল ও শিরানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফোরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (NOAA) পক্ষ থেকে পরিবেশবিজ্ঞনী—চার্লস ডেভিড কিলিং জানিয়েছেন--- প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মাইল দুয়েক উচ্চাতায় অবস্থিত, হাওয়াই দ্বীপের মউনা লোয়া নামক সক্রিয় আগ্নেয়গিরিটির আশেপাশে অঞ্চলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

মউনা লোয়া অবজারভেটরির পূর্বতন অধ্যক্ষা এলমার রবিনসন জানিয়েছেন, এই অঞ্চলের বাতাসে, ভাসমান কার্বন ও গন্ধকের কণার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০ পিপিএম/মিলিয়ন। একই অবস্থা দেখা গেছে ফিলিপাইনসের মাউন্ট পিনাতোবা, ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট মেরাপি ও মাউন্ট ব্রোমো এবং গোয়াতেমলা-র মস্তে ফুয়েগো-র মতো সক্রিয় জ্বালামুখীগুলির সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলগুলিতেও। এই ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসের কথা, ১৮২২ সালে সর্বপ্রথম বলেন, ফরাসি গণিতবিদ জঁ ফ্যুরিয়ের। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, বায়ুমণ্ডলের চারদরটা না থাকলে পৃথিবী, মঙ্গল গ্রহের মতোই হিমশীতল এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ত। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি যে মানব ও জীবজগতে ধ্বংসের অমানিশাকে ডেকে আনতে পারে, সেটি সম্পর্কে ১৯৩৮ সালে আমাদেরকে সর্বপ্রথম সতর্ক করেছেন ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ জি এস কালেন্ডার। এটা ঠিক, আমাদের সবার শরীরেই আছে কাবর্ন বা অঙ্গারের অণু। আবার, গাছেরাও সালোকসংশ্লেষ ও অঙ্গার আত্মীকরণের (Carbon Assimlation) জন্য কার্বন ব্যবহার করে। তবে, বায়ুমণ্ডলে কার্বণ অণুর সংখ্যা যদি ৬০০ গুণ বেড়ে যায়, তাহলে অবশ্যই পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মাথা ঘামাতে হবে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম অণুঘটক অবশ্যই মিথেন নামক জৈব গ্যাসটি। দেখা যাচ্ছে, গরু্র পেটে 'ট্রাইকোজারমাকেনিগী' নামক যে ব্যাকটিরিয়াটি সবুজ ঘাসের মধ্যেকার হেমিসেল্যুলোজ বা লিগনিনকে দুধে পরিণত করে, সেই অণুজীবটিই দিনে গড়পড়তা ১৪ ফিট করে মিথেনের জন্ম দেয় প্রতিটি গরু্র শরীরে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোলোরাডোতে অবস্থিত ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটসমফেরিক রিসার্চের পরিবেশবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, রাস্তা ঢালাই করার সময় যে তাজা ও গরম পিচ বা অ্যাসফল্ট দেওয়া হচ্ছে, তার থেকেও বেরিয়ে আসছে মিথেন। শুধু তাই নয়, অশোধিত খনিজ তেল কয়লাখনি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার থেকেও বেরিয়ে আসছে বায়ুমণ্ডলকে গরম করে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম অণুঘটক এই মিথেন।

হিমবাহ বিশারদ বা গ্লেসিওলজিস্টরা হিসেবে করে দেখেছেন গ্রীনল্যান্ডের (কাল্লালিত নুনাৎ) ওপরের বরফের স্তরটি যদি বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পুরোপুরি গলে যায়, তাহলে মহাসাগরগুলির জলস্তরের উচ্চাতা বেড়ে যাবে প্রায় ২০ ফিটের মতো। অবশ্য বাষ্পীভূত হতে থাকা সাগর ও মহাসাগরের জল ঘনীভূত হয়েও গ্রীনল্যান্ড এবং আন্টার্কটিকা মহাদেশে নতুনভাবে কয়েকটি বরফের স্তর তৈরি হয়েছে। তবে, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং মেরুদেশের বরফ গলানোর জন্য রেফ্রিজারেটর, কুলার, এয়ারকন্ডিশনারে ব্যবহৃত 'ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন' (সিএফসি) গ্যাসটি যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকেও ১৬ হাজার গুণ বেশি দায়ী, সেটা জানিয়েছেন পরিবেশবিজ্ঞানীরা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'-র 'গজর্ড ইনস্টিটিউট ফর স্পেস স্টাডির্জ এবং 'জিওফিজিক্যাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স ল্যাবোরেটরির বিজ্ঞানীরা, সুপার কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, আগামী শতকের মাঝামাঝি বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের গড় উষ্ণতা প্রায় ৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো বেড়ে যাবে। এই তথ্য দিয়েছেন ওই দু'টি বৈজ্ঞানিক সংস্থার দুই বিজ্ঞানী—সিউকুরো মানাবি আর জেমস হ্যানসেন। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কতটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, তার প্রমাণ জাপানের সুনামি, নেপাল-ইতালি-তুরস্কে ভূমিকম্প এবং 'এল নিনো' বায়ু আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমোসফরিক রিসার্চের পরিবেশ বিজ্ঞানী স্টিভেন স্লাইডার জানিয়েছেন, বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি, যদি অন্তত ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো কম করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে আরও বেশি করে বায়ু সৌর ও পারমাণবিক শক্তির মতো বিকল্প এবং দূষণবিহীন শক্তি—উৎসগুলির আশ্রয় নিতে হবে। এর জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সাক্রামেন্তোতে অবস্থিত র‍্যাঞ্চো সেকো পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় ২০ একবর জায়গা জুড়ে তৈরি হওয়া সোলার প্যানেলের মাধ্যমে শক্তি উৎসপাদন করা হচ্ছে, তবে, পেনশিলভ্যানিয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু বিশারদ এরিক ব্যারন জানিয়েছেন, উপসাগরীয় স্রোত, বেঙ্গুয়েলা স্রোত, ল্যাব্রডর স্রোত, কুরোশিও স্রোতের মতো সমুদ্রস্রোতগুলির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি রায়মণ্ডলের তাপ আটকে থাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে উচ্চ অক্ষাংশে এবং মেরু্বৃত্তে এই স্রোতগুলির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের তাপও প্রবাহিত হয়। সেজন্যই সমুদ্রগুলিকে জলবায়ু পরিকাঠামোর স্মৃতিঘর বলা যেত পারে। সমুদ্রস্রোত যতটাই ঠাণ্ডা হবে,ততটাই বেশি তার মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকবে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ভূ-রসায়নবিদ ওয়ালেস ব্রোয়েবার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন যদি অনিয়মিত হয়, তাহলে বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি হতে পারে। এর ফলে মিসিসিপি, আমাজন দল, ওর-এর মতো বেশি কিছু নদীর নাব্যতাও কমে যেতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটনানোর পিছনে সূর্যরশ্মির কতটা ভূমিকা আছে, সেটা জানার জন্য মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল 'সোলার ম্যাক্সিমাম মিশন' (সোলার ম্যাক্স) নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটকে। এই উপগ্রহটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে 'জেট প্রপালসন ল্যাবোরেটির'র সৌর পদার্থ বিজ্ঞানী রিচার্ড উইলশন জানিয়েছেন, সৌর বিকিরণ এবং সৌর কলঙ্কের পরিমাণ ও সংখ্যার যদি সামান্যতম হেরফেরও ঘটে, তাহলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ সীমা উত্তপ্ত হবে এবং আয়তনে বেড়ে যাবে। সোলার ম্যাক্সও এই উত্তপ্ত ও প্রসারিত বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে জ্বলে গিয়ে ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে মাঝ আকাশেই ধ্বংস হয়ে যায়। জানা গেছে, সৌর কলঙ্ক ও সৌর বিকিরণ-এর সালতামামি প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয় আজ থেকে ২০০০ বছর আগে চৈনিক, বোরীয় এবং জাপানি রাজসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চৈনিক বিজ্ঞানী ৎসু ৎসুং। ইনি সর্বপ্রথম জলঘড়িও তৈরি করেন। ১৬১০ সালেও ইতালিয় মহাকাশ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গালিলেই, তাঁর উদ্ভাবিত দূরবীনের সঙ্গে সৌর কলঙ্ক বা সূর্যের মধ্যে চৌম্বক 'ঝড়ের ঘূর্ণিকে লক্ষ্য করেন। ১৮৪৩ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ শ্যোয়াবে জানান, সৌর কলঙ্ক গুলির সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাড়াকমা করে। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় উষ্ণতারও যে হেরফের হতে পারে সেটা বলেছিলেন শ্যোয়াবে। এই ঘূর্ণ্যমান সৌর কলঙ্কগুলি গোটা মহাকাশে এক বিশাল পরিমাণে শক্তি জড়িয়ে দেয়। তার কিছুটা অংশ, বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী হতেই পারে। ১৯৮৯ সালে এরকমই একটি প্রলঙ্কর সৌর-চৌম্বক ঝড়ের প্রভাবে পূর্ব কানাডার সম্পূর্ণ টেলি যোগাযোগ ও বৈদুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিকল হয়ে গিয়েছিল। ১৬৪৬ থেকে ১৭১৫ সাল পর্যন্ত সৌর কলঙ্কের সংখ্যা ন্যূনতম ছিল বলে জানান ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পল মাউন্ডার। ওই সময়ে গোটা ইউরোপে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ চলছিল। সুতরাং, সৌর কলঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের সম্পর্ক আছেই। দেখা যাচ্ছে, ওজোনস্তর পাতলা হয়ে যাওয়ার দরুন বেশি সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ত্বকের ক্যানসার বা 'মেলানোমা' আরও ব্যাপক আকার ধারণ করছে বিশ্বের সর্বত্র। আবার, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে গাছের গুঁড়ির ভেতরের চক্রগুলিরও বৃদ্ধি মন্থর গতিতে হচ্চে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ম্যালকম হিউজেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে জানিয়েছেন, সপ্তদশ শতক থেকেই বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং খাবার জন্য গাছের এই ধরনের চক্রের বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। নিম্বাস-৭ উপগ্রহর মাধ্যমে নেওয়া ছবির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে---দক্ষিণ মেরু্র ওপরে ওজোনস্তরের পুরত্ব কমে গেছে। আসলে, অতি বেগুনি রশ্মির আঘাতে ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন থেকে বেরিয়ে আসে ক্লোরিন অণু। এই ক্লোরিন, ওজোনোর অণুকে (O৩) ভেঙে সাধারণ অক্সিজেন অণুতে (O২) পরিণত করে। এই ক্লোরিনমুক্ত অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে ক্ষতিকারক ক্লোরিন মনোক্সাইড (Clo) নামক রাসায়নিক যৌগটি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নিস্ক্রিয় হওয়ার আগে ক্লোরিন পরমাণু, রায়ুমণ্ডলের ক্ষতি প্রায় এক লক্ষ বারের মতো করতে পারে। ত্বকের ক্যানসারের অন্যতম কারণও এই ক্লোরিন পরমাণু। ওজোনস্তরের মধ্যে ধ্বংসকার্যের বিবরণ, সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভির্ন-এ অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক—শেরউড রোল্যান্ড এবং মারিও মোলিনা।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে অবলুপ্ত হতে থাকা প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা বাড়ছেই। এদের মধ্যে অন্যতম মার্কিন দেশের মিশিগান হ্রদের বালিমাটি অঞ্চলে বসবাসকারী কার্টল্যান্ড ওয়ার্বলার' এবং 'জ্যাক পাইন' প্রজাতির পাখি দু'টি। নোনা সমুদ্রের জল, নদীর স্রোতের মধ্যে ঢুকছে। এর ফলে নিজস্ব বাসভূমি হারিয়ে অবলুপ্ত হতে চলেছে 'ফ্লোরিডা প্যান্থার'-এর মতো বনবিড়াল এবং আরো কয়েকটি প্রজাতির প্রাণী। পাখিদের অনুপস্থিতির জন্য বীজের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না বহু প্রজাতির গাছেরই। এর ফলে আকালে হারিয়ে যাচ্ছে 'সুপার ম্যাপল' এবং 'আমেরিকান বিচ' এর মতো বহু গাছ।

বিশ্ব উষ্ণায়ানের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য অন্যতম দূষণমুক্ত, বিকল্প শক্তির উৎস রূপে বায়ুশক্তির (Pneumatic Energy) উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হচ্ছে মানুষ। স্পেনায় প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক মিগেল থেরভান্তেস-এর কলমে সৃষ্ট বুড়ো নাইট যোদ্ধা—দন কিহোতে, বায়ু শক্তি উৎপাদন অতিকায় পাখাগুলিকে দৈত্য ভেবে মারতে গিয়েছিল। তবে, স্পেনে কাতালোনিয়া, পিরেনিজ এবং আন্দালুসিয়া পর্বতাঞ্চলে বৃহদায়তন বায়ু শক্তি উৎপাদক পাখা (Wind Mill) বসানো হয়েছে। অবশ্য, বিশ্বের মোট বায়ুশক্তির প্রায় ৮০ শতাংশ উৎপাদন করে চমক দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটি। এখানকার আলটামন্টি পাস গিরিবের্ত্মে বসানো হয়েছে ৬০০০টি উইন্ড টারবাইন বা বায়ু পাখা সৌরশক্তির সাহায্যে ফোটোভোল্টেইত বোধ এবং টেলি যোগাযোগ স্টেশনও চালানোর চেষ্টা চলছে জাপান ও আমেরিকাতে। রপি পর্বতমালা, আন্দিজ পর্বতমালা, মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে এবং অস্ট্রেলিয়াতে কৃষিজীবীদেরকে নিষেধ করা হয়েছে—বেশি হারে জঙ্গল আর ঘাস পুড়িয়ে কৃষিজমি তৈরি করার নামে গ্রিনহাউস গ্যাস যেন তাঁরা আর না বাড়ান। তা না হলে সবুজগ্রহের কপাল তো পুড়বেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকছে কারা

বরুণ দাস

একেই কি বলে কাঁটা তোলা। বিরোধী জোটকে জাতীয় স্তরে একেবারে পর্যুদস্ত করে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লি তথা কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় এসেছে ভাজপা নিয়ন্ত্রিত এনডিএ সরকার। প্রায় সাড়ে তিনশোর ওপর আসন নিয়ে কেন্দ্রে শক্তিশালী শাসকদল একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী বিল এনে তা পাশ করিয়ে নিচ্ছে 'গণতান্ত্রিক' পথে। লোকসভায় কোমর ভাঙা বিরোধীরা সামান্য হৈ-চৈ করছেন শুধু। এর বেশি কিছু করার মতো গণতান্তিকক অধিকার বা রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের নেই। কি করুণ অবস্থা।

কিন্তু এই করুণ অবস্থার জন্য দায়ী কার? অপ্রিয় উত্তর হল, দায়ী তারা নিজেরাই। জাত-পাত, আত্মীয়-স্বজন, আঞ্চলিক স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর ইস্যুতে একমত না হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কারণে বিরোধীরা একজোট হতে পারেননি। নির্বাচনের আগে তারা প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কাউকে দাঁড় করাতেও সক্ষম হননি। 'ওসব পরে ভাবা যাবে' বলে বিষয়টিকে সুচতুরভাবে এড়িয়ে গেছেন। রাজ্যস্তরে কোন দল কত আসন পায়, তার ওপরে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে বলে বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। মাননীয় নির্বাচকমণ্ডলী সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী ও ছন্নছাড়া বিরোধীদের এই অস্পষ্ট মনোভাব মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। তারা কেন্দ্রে গোঁজামিল দেওয়া সরকার হোক তা সম্ভবত চাননি। তাই দু'হাত খুলে সমর্থন জানিয়েছিলেন বিতর্কিত ভাজপা ও তার সহযোগী দলকে। এনডিএ-এর এই মেগা জয়কে যতই ইভিএম বিতর্কের দিকে ঠেলে দেওয়া হোক না কেন, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে তা কিন্তু আদৌ ধোপে টেকেনি। দিল্লির মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রথম ইভিএম কারচুপির কথা তুললেও পরেতিনি তা হজম করে নেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসভায় বিণোধীরা বর্তমানে সাংখ্যালঘু হলেও রাজ্যসভায় তারা এখনও কিন্তু সংখ্যাগুরু। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে ন্যূনতম সমন্বয় সাধনে নিতান্তই অপারগ। ফলে লোকসভায় জনস্বার্থবিরোধী বিলগুলি অনায়াসে পাশ করিয়ে নেওয়ার পর রাজ্যসভাতেও তার অধিকাংশই পাশ করিয়ে নিতে পারছেন এনডিএ সরকার। যারা লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, তারাও হতবাক। রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও যারা জনস্বার্থবিরোধী বিলগুলি আটকাতে পারেন না, তাদের ওপর-ভরসা রাখাই দায়। বিরোধীরা সংসদের ভিতরে না পারলেও সংসদের বাইরে এ নিয়ে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতেও অক্ষম। তাদের এই বেহাল পরিস্থিতি দেখে ভাজপা স্বভাবতই বেজায় খুশি। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর সব বিল পাশ করিয়ে নেবেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধীদের এমন ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার যে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবেন তা সহজেই অনুমেয়। যদিও এসব নিয়ে বিরোধীদের কাণ্ডকে বিবৃতি কিংবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গতানুগতিক বাইট দেওয়া ছাড়া কিছু চোখে পড়ছে না।

বলা বাহুল্য, সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বাভাবিক রীতি মেনেই বর্তমানে সরকার হয়তো পাঁচ কিংবা দশ বছর পর গণতান্ত্রিক পথেই বিদায় নেবেন। কিন্তু তারা এই সময়ের মধ্যে দেশ ও দশের যে পাহাড়-প্রমাণ ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছেন ও যাবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে সমস্ত কালা-কানুন তারা আইসভায় পাশ করিয়ে যাচ্ছেন, পরবর্তী সরকার তা বাতিল করবেন বলেও মনে হয় না, কারণ যারা পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক পথেই ক্ষমতায় আসবেন, তারাও সেসব অপ-প্রয়োগ থেকে দূরে থাকবেন, তেমন মনে করার কোনও কারণ নেই। মতবাদ নির্বিশেষে আজকের রাজনীতিকদের সাধারণত গিরগিটির সঙ্গে তুলনা করা হয়। শাসন ক্ষমতার বাইরে থেকে যারা ইউএপিএ-র মতো ভয়ঙ্কর কালা-কানুনের তীব্র বিরোধতা করেন, ক্ষমতায় ফিরে তারাই তা টিকিয়ে রাখেন। ক্ষমতার ইতিহাস অন্তত তাই বলে। আসলে শাসকের ঝাণ্ডার রং আলাদা হলেও শাসনের ধারা প্রায় একই। যাদের ভোটে শাসন ক্ষমতায় আসা, তাদের দমন-পীড়নের জন্যেই কড়া আইনের প্রয়োজন হয় মতবাদ নির্বিশেষে সব শাসকের। এই কু-ঐতিহোর সাধারণত কোনও হেরফের হয় না।

সংসদের কাপেট-মোড়া সিঁড়িতে যতই প্রণাম ঠুকে সংসদে ঢুকুন না কেন, একবার ঢোকার পরে শাসকের মন-মানসিকতা, চেহারা-চরিত্রই আমূল বদলে যায়। এটা সম্ভবত সংসদীয় গণতন্ত্রেরই অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। আর এজন্যই মহামতি লেনিন স্পষ্টতই উচ্চারণ করেছিলেন সেই বিখ্যাত উক্তি 'সংসদ হল শুয়োরের খোয়াড়'। এই খোয়াড়ে একবার ঢুকলে মনুষ্য চরিত্র আর ধরে রাখা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হল, যারা সংসদকে 'শুয়োরের খোয়াড়' বলে গালাগালি দিতেন, তারাও সেখানে ঢোকার জন্য উদগ্রীব।

এবার নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। কেন্দ্রের শাসক দল গণতান্ত্রিক পথে কিভাবে গণতন্ত্রের করব খুঁড়ছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্ভবত এখানেই। কেন্দ্রের মহামান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের 'সমর্থন' পেয়েছি, তার সবগুলিই বাস্তবায়িত করা হবে। যেমন নাগরিক পঞ্জি বা সংক্ষেপে এনআরসি। প্রতিবেশী রাজ্য অসমে ওই ভয়ঙ্কর পদক্ষেপের যে সীমাহীন অসংগতি আমরা দেখছি, তাতে ভীত ও সন্ত্রাস্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। একটা রাজ্যে ওই কালা -কানুনের অপ-প্রয়োগের ফলে চল্লিশ লক্ষের ওপর বাঙালি রাতারাতি বেনাগরিক বনে গেছেন। বাংলাদেশ সরকার ওই বিপুল পরিমাণের জনসংখ্যাকে ফেরত নেবেন, এমনটা ভাবার কোনও অবকাশ নেই। তাহলে তারা যাবেন কোথায়? স্রোতের শ্যাওলার মতো রাষ্ট্রহীন ওই মানুষেরা ভেসে বেড়াবেন? ডিটেনশন ক্যাম্পে এত লোকের ঠাঁই হবে তো? যদিও সেখানে স্বাভাবিক জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোনও পরিস্থিতি নেই। পরিবার-পরিজন নিয়ে এই মানুষগুলি বাকি জীবনটা পশুর মতো কাটাবেন?

ভাজপা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রে এনডিএ-র আনা নতুন আইনে কে মাত্র 'সন্দেহর বশে'ই যেকোনও নাগরিককে গ্রেফতার করতে পারবেন সরকার। এজন্য কোনও করম প্রমাণেরই প্রয়োজন হবে না। কেউ সরকারের কাজে ক্ষোভ কিংবা প্রতিবাদে সামান্যতম সরব হলেই শক্তিধর রাষ্ট্র তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে দিতে পারবেন। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া গেল। এমকি, বিরোধীদেরও সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো দূরের ব্যাপার, মুখ খোলার আর পথ রইল না।

সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে অনেকেই জেনে গেছেন যে শাসন ক্ষমতায় আসার প্রথম দফাতেই মোদি সরকারের যোজন্য কমিশন ভেঙে নীতি আয়োগ তৈরি করা, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা সংক্ষেপে ইউজিসি-র ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা সংক্ষেপে এমসিআই ভেঙে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরি করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণের পাকা ব্যবস্থা করা, তাবেদার উপাচার্য নিয়োগ করে দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি বা সংক্ষেপে জেএনইউ-র ওপর নিন্ত্রণ কায়েম করার মতো অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন। **(চলবে)**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

একাদশ সংসদ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেওয়া বক্তব্যের বিষয়ে রাশেদ খান মেনন দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ব্যস মিটে গেছে : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। একাদশ সংসদ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেওয়া বক্তব্যের বিষয়ে রাশেদ খান মেনন দুঃখ প্রকাশ করায় এবং ১৪ দলীয় জোট সন্তুষ্ট হওয়ায় বিষয়টি 'মিটে গেছে' বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা।

ন্যাম সম্মেলনে অংশগ্রহণ নিয়ে মঙ্গলবার গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন,উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ১৪ দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যস ওখানেই মিটমাট। আমার তো এখানে কিছু বলার নেই।

গত ১৯ অক্টোবর বরিশালে এক দলীয় সভায় একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি মেনন, যিনি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে গত তিন নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন।মেনন বলেছিলেন,আমিও নির্বাচিত হয়েছি। তারপরও আমি স্যা দিচ্ছি, ওই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। এমনকি পরবর্তীতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারেনি দেশের মানুষ। নাম উল্লেখ না করে আওয়ামী লীগ জোট শরিক দলের নেতা মেননের এই বক্তব্য ঘিরে বিএনপির প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন একজন সাংবাদিক।জবাবে শেখ হাসিনা বলেন,আমাদের একজন নেতা বলে ফেলেছেন। হ্যাঁ, তার তো দুঃখ হতেই পারে। কারণ তিনি জেনে হোক, অজান্তে হোক, যেভাবে হোক কোন কাবে তাকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে সেই এলাকার এমপি হিসেবে।স্বাভাবিকভাবে যখন কিছু তথ্য এসেছে। তিনি কিছু কথা বলেছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে, তিনিও নির্বাচন করে জয়ী হয়ে এসেছেন। নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললে তার নির্বাচন (নির্বাচিত) হওয়াটাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তা সেটা তখন তিনি বুঝে বলেছেন, না বুঝে বলেছেন তা আমি জানি না।

মেননের নেতৃত্বাধীন ওয়ার্কার্স পার্টি এক যুগ ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৪ দলীয় জোটে রয়েছে। ঢাকা-৮ আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে গত তিনটি নির্বাচনে বিজয়ী হন মেনন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিগত সরকারে মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন,তিনি যেটা বলেছেন, উনি সেটা সব সময়ইছাত্র রাজনীতি থেকে তো আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করে আসছি। তো '৭০ এর নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে, ভোটের বাক্সে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ভোটের বাক্সে লাথি মারলে বাংলাদেশ আসলে কোনো দিন স্বাধীন হত না।যখন ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হল (স্থল সীমানা চুক্তি), তখন বলল, বেরুবাড়ি বেঁচে দিল। আজকে যখন স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন হয়ে গেল তখন দেখা গেল, বেরুবাড়ি বেঁচে দেয়নি। শেখ হাসিনা বলেন,কাজেই এ রকম বহু ভাষণ আমার শোনা আছে। কিছু কিছু রাজনীতিবিদ আছে একটু সুন্দর করে বলতে শুরু করে। বলে তো আপনাদের ভালো করতেছে। সাংবাদিকদের ভালো করতেছে। আপনারা লেখার একটা খোরাক পাচ্ছেন। না হলে তো কিছু পেতেন না। না হলে কী লিখতেন, বলেন?

চিঠি দিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে মেনন নিজের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে ১৪ দলীয় জোটের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম জানিয়েছেন।জোটনেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, তারপর ১৪ দল বসছে। ১৪ দল থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে নাসিম ভাই যে, আমার কোনও মতামত আছে কি না? না, আমার তো কোনও মতামত নেই। আমি কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। আপনারা বসে সিদ্ধান্ত নেন।কারণ আমি জানি রাজনীতি করলে বহু কথা উঠবে, বহু কথা শুনতে হবে। সব কথা শুনে শুনে যদি আমি ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে আমি রাষ্ট্র চালাব কখন? মেননের ওই বক্তব্য লুফে নিয়ে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ করে আসা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট এটাকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করে তাকে 'রাজসী' হিসেবে বর্ণনা করছে।তাদের এ অবস্থানের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন,আমার এখানে একটাই প্রশ্ন- জনগণ যদি ভোটই না দিত, আর জনসমর্থন যদি আমাদের পে না থাকত তাহলে তো খালেদা জিয়া সেই ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফ্রেবুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছিল, যার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। জনগণ ভোট দিতে পারে নাই। আমাদের পাশে এস দাঁড়িয়েছে। দেড় মাসের মধ্যে খালেদাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল।

বিএনপি সে রকম আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন,কারণ জনমত শুধু না। আপনারা আরেকটা জিনিস ল করেন।

২০১৮ সালের নির্বাচনে এদেশের সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ, এমনকি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকে আমাদেরকে যেভাবে সমর্থন দিয়েছে- বাংলাদেশের জন্য এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা আমি বলব।সব ব্যবসায়ী এক হলো। এরমধ্যে সবাই কি আওয়ামী লীগ করে? তাতো না। কিন্তু সমর্থন দিল তারা আমাকে। কারণ তাদের একটা আকাঙ ছিল যে, আমরা যেন সরকারে আসি। কারণ আমরাতো এখানে দেশ চালাতে এসেছি। হাওয়া ভবন খুলে তাদের মতো আমরা তো কমিশন আদায় করি না আর ব্যবসাও আদায় করি না।

বিএনপি নেতা ও সাবেক মেয়র খোকার জন্য মির্জা আব্বাসের ভালোবাসার চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। সাদেক হোসেন খোকা ও মির্জা আব্বাস- দুজন একসঙ্গে বিএনপি করলেও তাদের মিলনের চেয়ে বিরোধের খবরই আসত বেশি। সেই খোকার গুরুতর অসুস্থতার খবর জেনে তাকে নিয়ে আবেগময় ভাষায় একটি চিঠি লিখেছেন মির্জা আব্বাস।

নিউ ইয়র্কে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়তে থাকা খোকার জন্য লেখা এই চিঠি নিজের ফেইসবুক পাতায় তুলেছেন মির্জা আব্বাস।প্রিয় খোকাকে লেখা চিঠিতে নিজেদের দূরত্বের কথা যেমন লিখেছেন মির্জা আব্বাস, তেমনি আবার একসাথে পথচলার আশার কথাও বলেছেন।মির্জা আব্বাস একসময় ঢাকা মহানগর বিএনপির সভাপতি ছিলেন, পরে সেই স্থানে আসেন খোকা। ঢাকার এক সময়ের মেয়র ছিলেন মির্জা আব্বাস, পরে খোকাও মেয়র হন। বিএনপিতে দুজনের বিরোধ নানা সময়ই ছিল আলোচিত।

মির্জা আব্বাস এখন বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে রয়েছেন। অন্যদিকে ভাইস চেয়ারম্যান খোকা নানা মামলা ও দণ্ড মাথায় নিয়ে কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর পর আর দেশে ফেরেননি।যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন খোকা; এখন তার অবস্থা গুরুতর বলে খবর এসেছে। আর তা শুনেই মির্জা আব্বাসের এই চিঠি।

মির্জা আব্বাস লিখেছেন,প্রিয় খোকা, এই মাত্র আমি খবর পেলাম যে, তোমার শরীর খুব খারাপ। তুমি হাসপাতালে শয্যাশায়ী। জানার পর থেকে আমার মানসিক অবস্থা যে কতটা খারাপ, এই কথাটুকু কার সঙ্গে শেয়ার করব, সেই মানুষটা পর্যন্ত আমার নেই। তুমি-আমি একসঙ্গে রাজনীতি করেছি, অনেক স্মৃতি আমার চোখের সামনে এই মুহূর্তে ভাসছে।নিজেদের বহুল আলোচিত বিরোধ নিয়ে মির্জা আব্বাস লিখেছেন, তোমার আর আমার দীর্ঘ এই পথচলায় কেউ কেউ তাদের ব্যক্তি স্বার্থে তোমার আর আমার মাঝে একটা দূরত্ব তৈরি করে রেখেছিল। তবে তুমি আর আমি কেউই সেই দূরত্ব রয়েছি বলে আমি কখনোই মনে করিনি।

খোকার পাশে না থাকতে পারার আপে প্রকাশ করে মির্জা আব্বাস লিখেছেন,আমি জানি না, তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে কি না? আমার এই লিখাটি তোমার চোখে পড়বে কি না বা তুমি দেখবে কি না, তাও আমি জানি না। তবে বিশ্বাস কর, তোমার শারীরিক অসুস্থতার কথা জানবার পর থেকেই বুকের ভেতরটা কেন যেন ভেঙে আসছে।আমি বার বার অশ্রুসিক্ত হচ্ছি। মহান আল্লাহ'তালার কাছে দুহাত তুলে তোমার জন্য এই বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করছি- তিনি অবশ্যই তোমাকে সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরে আনবেন।

খোকার আরোগ্য কামনা করে চিঠির ইতি টেনেছেন মির্জা আব্বাস।তুমি আর আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বুকে বুক মিলিয়ে রাজনীতির মাঠে কাজ করে যাব। না হয় সেই আগের মতোই স্বার্থপর কোনো মানুষদের জন্য আব্বাস আর খোকা বাইরে বাইরে দূরত্বের সেই অভিনয়টা করে যাবে, আর ভেতরে থাকবে দুজনের প্রতি দুজনের অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসা।আল্লাহ তোমার সুস্থতা দান করুক। তুমে ফিরে এসো খোকা, তুমি ফিরে এসো। আমি অপোয় থাকব।

৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলে বিএনপির দুইদিনের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলে দুইদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। বুধবার দলের যৌথ সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ৭ নভেম্বর সকাল ৬টায় সারাদেশের দলীয় কার্যালয়গুলোতে দলীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ১০টায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং ৬ অথবা ৮ নভেম্বর আলোচনা সভা।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,বাংলাদেশের রাজনীতির যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি হচ্ছে ৭ নভেম্বর।

আমরা ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুরো নভেম্বর মাসেই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে এ দিবসটি পালন করব। অঙ্গসংগঠনগুলো নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করবে আলোচনা সভা ও মিছিলের মাধ্যমে।কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা ৬ অথবা ৮ তারিখে আলোচনা করব।

আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছে জনসভা করার, তা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে ঠিক করে আপনাদের জানাব।এছাড়া দিবসটি উপলে পোস্টার ও ক্রোড়পত্র-লিফলেট প্রকাশ করবে বিএনপি।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই যৌথ সভার পর সংবাদ সম্মেলন হয়।সংবাদ বিএনপির রুহুল কবির রিজভী, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, ফজলুল হক মিলন, মীর সরফত আলী সপু, এবিএম মোশাররফ হোসেন, আবদুস সালাম আজাদ, তাইফুল ইসলাম টিপু, বেলাল আহমেদ, আকম মোজাম্মেল হক।

অঙ্গসংগঠনের মধ্যে মহানগর বিএনপির কাজী আবুল বাশার, এ বি এম এ রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাদেক আহমেদ খান, মহিলা দলের সুলতানা আহমেদ, জেবা খান, নায়াব ইউসুফ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাদরেজ জামান, মৎস্যজীবী দলের রফিকুল ইসলাম মাহতাব, নাদিম চৌধুরী, উলামা দলের নজরুল ইসলাম তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, সেলিম রেজা, শ্রমিক দলের মোস্তাফিজুল করীম মজুমদার, কৃষক দলের হাসান জাফির তুহিন, এস কে সাদী, তাঁতী দলের আবুল কালাম আজাদ, জাসাস আহসান উল্লাহ চৌধুরী, জাকির হোসেন রোকন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পুনর্বাসনে প্রস্তুত ভাসান চরের আবাসন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। প্রতিরা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় জানানো হয়েছে ভাসান চরে নির্মিত আবাসন প্রকল্প বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সংসদ ভবনে মঙ্গলবার কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো জানানো হয় ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।কমিটির সদস্য মোঃ মোতাহার হোসেন, মোঃ নাসির উদ্দিন, মোঃ মহিববুর রহমান এবং নাহিদ ইজাহার খান অংশগ্রহণ করেন সভায় কমিটির ৪র্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় ভাসানচর আবাসন প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় একটি মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়।

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের ভাসানচর নামক স্থানে ১ লাখ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রকল্পটির জন্য জিওবি খাত থেকে বরাদ্দকৃত ২ হাজার ৩১২ কোটি ১৫লাখ ৩১ হাজার টাকার মধ্যে ২ হাজার ২৬৫ কোটি

ছয়ের পাতায়

শাস্তি মেনে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব গোপন করে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা পাওয়া সাকিব আল হাসান শাস্তি মেনে নিয়েছেন। আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমে নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন এই অলরাউন্ডার।

মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাকিবের এই শাস্তির ঘোষণা দেয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা। অবশ্য দোষ স্বীকার করায় এক বছরের শাস্তি স্থগিত থাকবে।নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর এক বিবৃতিতে নিজের ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন বাংলাদেশের টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।যে খেলাটাকে আমি ভালোবাসি, সেটা থেকে নিষিদ্ধ হওয়ায় আমার খুব খারাপ লাগছে। তবে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাবের বিষয় না জানানোর কারণে আমাকে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা আমি পুরোপুরিভাবে মেনে নিচ্ছি।দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা পালনে আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী ইউনিট খেলোয়াড়দের ওপর আস্থা রাখে এবং এইেে ত্র আমি আমার দায়িত্ব পালন করিনি।

ভবিষ্যতে তরুণ খেলোয়াড়রা এমন ঘটনায় যেন জড়িয়ে না পড়ে, সে লয তাদের সতর্ক করতে কাজ করবেন বলেও জানিয়েছেন সাকিব।বেশিরভাগ খেলোয়াড় এবং ভক্তদের মতো আমিও ক্রিকেটকে একটা দুর্নীতিমুক্ত খেলা হিসেবে পেতে চাই। আমি আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী ইউনিটের সঙ্গে তাদের শিা কার্যক্রমে যুক্ত হতে চাই এবং কোনো তরুণ ক্রিকেটার যেন আমার মতো ভুল না করে সেটা নিশ্চিত করতে চাই।

পাঁচ বছরের দণ্ডিত বিএনপির এমপি হারুনের জামিন আপিলেও বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। পাঁচ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদের জামিন আটকাতে আপিল বিভাগে গিয়ে সাড়া পায়নি দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক।

জামিন স্থগিতের জন্য কমিশনের আবেদনের শুনানি করে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারকের আপিল বেঞ্চ বুধবার 'নো অর্ডার' দেয়।এর ফলে এমপি হারুনকে হাই কোর্টের দেওয়া ছয় মাসের অন্তবর্তী জামিন বহাল থাকছে এবং তার মুক্তিতে কোনো বাধা থাকছে না বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

আপিল বিভাগে হারুনের পে শুনানি করেন আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন ও মাহবুব উদ্দিন খোকন। দুদকের পে ছিলেন খুরশীদ আলম খান।আদেশের পর খুরশীদ সাংবাদিকদের বলেন, হাই কোর্টের জামিন আদেশের কপি পেলে তারা আপিল বিভাগে নিয়মিত লিভ টু আপিল করবেন। শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা গাড়ি বিক্রি করে শুল্ক ফাঁকির দায়ে সংসদ সদস্য হারুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে গত ২১ অক্টোবর কারাগারে পাঠায় ঢাকার বিশেষ জজ আদালত।হারুনের পাশাপাশি চ্যানেল নাইনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবসায়ী এনায়েতুর রহমান বাপ্পীকে দুই বছর কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা এবং গাড়ি ব্যবসায়ী ইশতিয়াক সাদেককে তিন বছর কারাদণ্ড ও ৪০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় রায়ে।

বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময় সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আমদানি করে তা বিক্রির অভিযোগে হারুনসহ ওই তিনজনের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ১৭ মার্চ এই মামলা করে দুদক।হারুনের আইনজীবীরা জজ আদালতের ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপিল করলে বিচারপতি মো. শওকত হোসেনের একক বেঞ্চ সোমবার তা শুনানির জন্য গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে

ছয়ের পাতায়

ক্যাসিনোর খবর সংবাদমাধ্যম কেন আগে দিল না, প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাব

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। বাংলাদেশে যেখানে এক হাজারের বেশি সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, ৩২টির বেশি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চলছে, বাংলাদেশে এভাবে ক্যাসিনো বসিয়ে জুয়ার আসর চলার খবর কেন কেউ আগে প্রকাশ করল না- সেই প্রশ্ন রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনের অভিজ্ঞতা জানাতে মঙ্গলবার গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই প্রশ্ন রাখেন সরকারপ্রধান।বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সামনে রেখে তিনি বলেন,আপনারা এত খবর রাখেন, তো এইরকম আধুনিক আধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি এসে গেছে, এত কিছু হল, আপনারা কেউ খবর রাখলেন না? কেউ খবর পেলেন না? কোনোদিন কেউ তো নিউজ করলেন না। কীভাবে হয়? যুবলীগের নেতাদের চাঁদাবাজি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়ার পর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার বিভিন্ন ক্রীড়া কাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। সেই অভিযানে কাবগুলোতে মদ ও জুয়ার বিপুল আয়োজন পাওয়া যায়।

দেশের বিভিন্ন কাবে অবৈধভাবে জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। এ নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। তবে বাংলাদেশেও যে স্লট মেশিন, রুলেট টেবিলের মত সরঞ্জাম নিয়ে পুরোদস্তুর ক্যাসিনো চলে, সে খবর ছিল সাধারণ মানুষের কাছে নতুন।ওই অভিযানে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং কাবেও ক্যাসিনো পাওয়া যায়। নামি ওই কাবের অন্যতম পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়াকে পরে তার বাসা থেকে মদসহ গ্রেপ্তার করা হয়, যিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেরও (বিসিবি) পরিচালক।ক্রিকেটারদের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে লোকমানের প্রসঙ্গ টেনে একজন সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বোর্ডে একজন ক্যাসিনোবাজ ঢুকে পড়েছেন, এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। বোর্ড প্রপারলি ফাংশন করছে কি না সেই প্রশ্ন উঠেছে।উত্তর দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্রিকেটারদের আন্দোলনের সঙ্গে ক্যাসিনো টেনে আনা ঠিক হচ্ছে না।

এই কাসিনো খেলার সাথে কে কি জড়িত এটা তো ক্রিকেট বোর্ডের বিষয় না। হয়ত এখানে একজন ছিল। সে রকম তো আপনাদের সাংবাদিক মহলেও যদি খোঁজ করা যায়, অনেককে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে যদি খুঁজে পাওয়া যায় তো কী করব আমি? সেটাও তো আপনাদের ভাবতে হবে।শেখ হাসিনা বলেন, ক্যাসিনোকাণ্ডের সেই পরিচালক ধরা পড়েছে। সে বহাল তবিয়তে আছে- তাও নয়।তাকে তো ধরা হয়েছে। এটা কিন্তু আপনারা কেউ কখনও নিউজ করেননি। কোনো সাংবাদিক, কোনো সংবাদপত্রে কিন্তু একটা নিউজও আসে নাই যে বাংলাদেশে এরকম ক্যাসিনো খেলা হয়।

এ সময় সাংবাদিকরা কিছু বলার চেষ্টা করলে তাদের থামিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,নো, নো, কোথাও আমি নিউজ পাইনি, এটা বলে লাভ নাই। ক্যাসিনো সম্পর্কে কেউ কোনো নিউজ দেননি।

এটা ধরার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম। আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, আমিই করিয়েছি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার কাছে যে কোনোভাবে হোক খবর যখন এসেছে, সাথে সাথে আমাদের আইনশৃঙ্খলা রাকারী সংস্থা, যাকে দিয়ে করলে যথাযথভাবে হবে, তাকে দিয়ে করিয়েছি।

সংবাদমাধ্যম কেন সেই খবর আগে দিল না- আবারও সেই প্রশ্ন রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন,এরকম একটা বিষয় বাংলাদেশে ঘটে যাচ্ছে নীরবে, বাংলাদেশে সব থেকে বেশি সংবাদপত্র, কয়েক হাজার সংবাদপত্র, বেসরকারি চ্যানেল বাংলাদেশে আগে তো একটাই ছিল। আমিই তো সব ওপেন করে দিলাম। ৪৪টা চ্যানেলকে আমরা পারমিশন দিয়েছি, তার মধ্যে ৩২টার মত চালু।কোনো একটা চ্যানেল থেকে কেনো দিন এই নিউজটা কেন দিতে পারলেন না, এই জবাবটা কী জাতির কাছে দিতে পারবেন? পারবেন না। তাহলে আপনারা কাকে দোষ দেবেন?উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি বলেন,ধরব আমরা, আর এ ব্যাপারে আমাদেরই প্রশ্ন করবেন, এটা তো হয় না। এখন আরেকটু সাহায্য করেন, খুঁজে বের করেন কোথায় কী পাওয়া যায়।আমার তো প্রশ্ন, এরকম একটা ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে যাচ্ছে, অথচ কেউ জানে না, সবাই নীরব! হোয়াই? কী কারণে? কারণটা কী?সেজন্য বললাম, কখন কে কোথায় কী কারণে ধরা পড়ে এটা তো বলা যায় না।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে বানোয়াট প্রচারণা চালাচ্ছে মিয়ানমার : বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রতি এড়াতে মিয়ানমার বানোয়াট প্রচারণা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ।

বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক দীর্ঘ বিবৃতিতে নেই পি দোকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ, মিথ্যাচার ও আসল তথ্যের অপব্যাখ্যা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে মিয়ানমারের এহেন মিথ্যাচার প্রত্যাখ্যান করে ঢাকা গভীর হতাশা ব্যক্ত করে।বিবৃতিতে বলা হয়, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে মিথ্যাচার বন্ধ করে মিয়ানমার সরকারকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী উ কিয়াও তিনের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পরিপ্রেিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ বিবৃতি এসেছে।

সম্প্রতি উ কিয়াও তিন আজারবাইজাইনের বাকুতে অনুষ্ঠিত ন্যাম সম্মেলনে অভিযোগ করেন, ধর্মীয় নিপীড়ন, জাতিগত নির্মূল অভিযান ও গণহত্যার মতো শব্দ ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টিকে বাংলাদেশ ভিন্নভাবে চিত্রায়িত করছে।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নিপীড়ন এবং জাতিগত নিধনের বিষয়ে পর্যবেণ দিয়েছে। এটাই বাস্তবতা।রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরা এবং সেখানে নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার বিষয়টি মিয়ানমারকে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

বিবৃতিতে বলা হয়,এ সঙ্কটের সমাধান যাতে টেকসই হয়, সেজন্য বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে হবে মিয়ানমারকে।বিবৃতিতে বলা হয়, ঢাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার ও ন্যায় সঙ্গত দাবিকে অবদমিত করে দেশটিকে বিশ্বের অন্যতম অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের (আইডিপি) দেশে পরিণত করা এবং এর মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশে তাদেরকে শরণার্থী বানানোর জন্য মিয়ানমার কর্তৃপকে দায়ী করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরো বলা হয়, মিয়ানমারের বিপুল সংখ্যক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিক কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যকই তাদের দেশে ফিরে গেছে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিবেচনায় এদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

মিয়ানমার কর্তৃপ রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে অব্যহত প্রচারণা চালানোর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে বাংলাদেশ। উপনিবেশীয় আমলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে অনুপ্রবেশ করে বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মিয়ানমার কর্তৃপ। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়,এখন তারা নতুন করে আবিষ্কার করেছেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নাকি বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী মিয়ানমারে আশ্রয় নিয়েছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প থেকে এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে,ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রোহিঙ্গারা একটি আলাদা জাতিগোষ্ঠী। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বর্ণ ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত একটি জনগোষ্ঠী। এরা রাখাইন রাজ্যের আদি বাসিন্দা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এর আগের দুই দফায় মিয়ানমার কর্তৃপ তাদের দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদেরকে তাদের বৈধ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যাবাসন করেছে। কারণ রোহিঙ্গাদের জাতীয়তা নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই।এতে আরো বলা হয়েছে,এই পর্যায়ে এসে রোহিঙ্গাদের পরিচয় নিয়ে বিতর্কের প্রচেষ্টা স্পষ্টত ইঙ্গিত দেয় যে মিয়ানমার এখনো তাদের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের বিতাড়নের নীতিতেই অটল রয়েছে।

বাংলাদেশে গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত,চার শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু, আহত ১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রূপনগর আবাসিক এলাকায় গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে চার শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অন্তত ১৪ জন।

বুধবার বিকালে মনিপুর স্কুলের রূপনগর শাখার বিপরীত দিকে ১১ নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে বলে রূপনগর থানার পরিদর্শক অপারেশন মোকাম্মেল হক জানান।তিনি বলেন,এক বেলুন বিক্রেতার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে চারজনের মৃত্যু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিচয় আমরা জানতে পারিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ভ্যানে করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে বেলুন ফুলিয়ে বিক্রি করছিল এক বিক্রেতা।পাশেই বস্তি এলাকা হওয়ায় অনেকেই ভ্যান ঘিরে এবং আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউবা বেলুন কিনছিল। এসময় হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে জানিয়ে জ্যেষ্ঠ স্টেশন অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন,নিহতদের মধ্যে চারজন শিশু; আরেকজন আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক নারী। তার পরিচয় জানা যায়নি।নিহত চার শিশু হল- রমজান (৮), নুপুর (১০), শাহিন (৭) ও জান্নাত (১৪)। তবে তাদের বিস্তারিত পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনাস্থল থেকে মোট ১৪ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে জানিয়ে মেডিকেল ফাঁড়ির পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া বলেন, তাদের মধ্যে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক, বাকি সবাই শিশু। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা ভালো নয় বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মাত্র পাঁচদিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি ছাড়াল ''হাউসফুল-৪''

মহানগর ওয়েবডেস্ক: অবশেষে ১০০ কোটির গণ্ডি পেড়িয়ে গেল অক্ষয় কুমার-রীতেশ দেশমুখ অভিনীত কমেডি সিনেমা ''হাউসফুল-৪''। বক্স অফিসে মুক্তির প্রথম দিনেই সেভাবে আশানরুপ ফল করতে পারেনি অক্ষয়ের এই সিনেমা। কিন্তু দীপাবলি ও ভাইফোঁটার ছুটিতে বক্স অফিসে লক্ষীলাভ হয়েছে ''হাউসফুল''-৪''-এর। যার জন্য এদিন ১১১.৮২ কোটি টাকা আয়ের ঘরে পৌছেছে অক্ষয়ের এই সিনেমা। মাত্র পাঁচদিনেই এই আয়ের অঙ্ক নিজেদের ঘরে তুলে নিয়েছেন অক্ষয়েরা। এর মাধ্যমে বলিউডে বেশকিছু সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।গতকাল বলিউডের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস্ট তরন আদর্শ জানিয়েছিলেন ''হাউসফুল-৪'' শুরুটা ধীমে করলেও বড় অঙ্কের দাও মারবেই এই সিনেমা। গতকাল ১০০ কোটির দরগরায় পৌছে দেওয়ার জন্য অক্ষয় তাঁর ফ্যানেদের উদ্দেশ্যে ট্যুইট করে লেখেন,''ধন্যবাদ আমাদের ভালোবাসার জন্য আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসার জন্য। আপনাদের ভালোবাসার জন্যই আজকে এইজায়গায় পৌছেছি আমরা।'' এই সিনেমার শ্যুটিং চলাকালীন নানা সমস্যা হয় প্রথম থেকেই। প্রথমে এই সিনেমার পরিচালক সাজিদ খানের বিরুদ্ধে মিটু অভিযোগের জন্য বলিউড ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপাতত ব্যান করা হয়েছে সাজিদকে।তাঁর জায়গায় এই সিনেমার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ফারহাদ-সামজি। অক্ষয়-রীতেশ ছাড়াও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে পূজা হেগড়ে, ববি দেওয়ল, কৃতি শ্যানন, কৃতি খাবারকান্ডা ও চাঙ্কি পাণ্ডেকে। ''হাউসফুল-৪'' প্রযোজনা করেছেন সাজিদ নাদিদওয়ালিয়া।বলিউডের

জনপ্রিয় নায়ক অক্ষয় কুমার।তিনি সহকর্মীদের এই সহযোগিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের বিভিন্ন উপহার দিয়েছেন। এমনকি অক্ষয় তাঁদের জন্য বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থাও করেছিল।কারণ, হাউসফুল ৪-এর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মুম্বই-সময়ানুবর্তিতার জন্য পুরস্কৃত হলেন। প্রত্যেক বছরেই প্রায় ৩ থেকে ৪টি ছবিতে অক্ষয় কুমার অভিনয় করেন। তাই সময় ব্যাপারটা যে অক্ষয়ের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাই যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করলে তিনি বছরে এতগুলি করে ছবি করতে পারতেন না। তাই বলাই বাহুল্য যে অক্ষয় কতটা পাংচুয়াল। আর তাঁর সঙ্গেই তালে তাল মিলিয়ে হাউসফুল ৪ এর পুরো টিম সময়ানুবর্তিতা পালন করেছে।এমনকি অক্ষয়ের সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, খিলাড়ি অক্ষয়ের সঙ্গে কাজ করা মানেই ভোর থেকেই শ্যুটিং শুরু হবে। আর এই হাউসফুল ৪ ছবিতে অভিনয় করেছেন কৃতী শ্যানন, রীতেশ দেশমুখ, রীতেশ খরবান্ডা, পূজা হেগড়ে, ববি দেওল আরও অনেকে। তারা প্রত্যেকেই ঠিক সময়ে ছবির সেটে এসেছেন এবং শ্যুটিং শেষ করেছেন।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই ছবির শ্যুটিং শেষ হওয়ার কথা ছিল ৯০ দিনে। কিন্তু কাজের শুটিং শেষ হয়েছে মাত্র ৬৫ দিনে। এরা প্রত্যেকে সঠিক সময়ে কাজ শেষ করেছেন বলেই এত দ্রুত কাজ শেষ করা গিয়েছে।দু দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে বলিউডে। একের পর এক হিট ছবি করে বলিউডে নিজের জায়গাটাও বেশ পাকা করে নিয়েছেন তিনি। মার্শাল আর্টেও রীতিমতো দক্ষতা রয়েছে তার। আর সেই কারণের জন্যই বলিউডের খিলাড়ি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি হলেন বলিউডের অক্ষয় কুমার।অক্ষয় কুমার মানেই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ, অক্ষয় কুমার মানেই হিটের ফর্মুলা, আবার অক্ষয় কুমার মানেই বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপকরণ। একের পর এক হিট ছবি দিয়ে তিনি বাজিমাত করছেন বক্স অফিস। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি যে যে ছবিতে কাজ করেছেন সেগুলিই হিটের তকমা পেয়েছে। এই বয়সে এসেও তিনি বাজিমাত করছেন।আরও পড়ুন-দিল্লীর এক ক্লাব পার্টিতে গৌরীকে প্রথম দেখেন শাহরুখ, আর প্রথম দেখাতেই পড়েন প্রেমে...কালই মুক্তি পেয়েছে ফারহাদ শামজি পরিচালিত ''হাউজফুল ৪''। দিওয়ালির ধামাকা ফাটিয়ে দিয়েছে বলিউডের আক্কি।ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, কৃতি শ্যানন আরও প্রমুখ। একদিকে ''হাউজফুল ৪'' আর অন্যদিকে ''মেড ইন চায়না''-সমানে সমানে টক্কর চলছিল ছবি দুটির। টক্করে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ''হাউজফুল ৪'' ছবিটি।''হাউজফুল'' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম দুটি ছবি যেভাবে দর্শকদের মনে ধরেছিল সেদিক থেকে দেখতে গেলে''হাউজফুল ৩'' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ক্ষেত্রেও অনেকটাই তেমনই ধারণা হয়েছিল সবার। কারণ কমেডি ছবির দুনিয়ায় সাজিদ-ফারহাদের যথেষ্ঠ নাম ডাক রয়েছে। কিন্তু অর্ধেক আসন ভরানোর দৌড়ে এবার তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেসব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রথম দিনেই ছবিটি ১৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিস বাজিমাত করেছে। এখনও পর্যন্ত কমেডি ছবির ট্রেন্ডে প্রথম দিনের ব্যবসার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিল এই ছবি। প্রথম স্থানে রয়েছে রোহিত শেট্টি পরিচালিত ''গোলমাল এগেনই''।

সুষমা স্বরাজের বায়োপিকে অভিনয় করতে চান কাজল আগরওয়াল

ওয়েবডেস্ক: কাজল আগরওয়ালকে সম্প্রতি লক্ষ্মী মাঞ্চুর ''ফিট আপ উইথ স্টার তেলুগু''তে দেখা গিয়েছে। ওই শোতে তিনি অভিনেতা হিসাবে তাঁর কেরিয়ার, চলচ্চিত্র জগতে তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং আরও অনেক কিছু বিষয় সম্পর্কেই কথা বলেছেন।সঞ্চালক যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কারও বায়োপিকে অভিনয় করতে চান কি না, তখন কাজল বলেন, ''আমি সুষমা স্বরাজকে নিয়ে একটি বায়োপিক করতে চাই, কারণ তিনি বাস্তবের মাটিতে আমার এক কল্পিত ব্যক্তিত্ব।''মার্সাল অভিনেতা হিন্দি, তেলুগু এবং তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভালো-মন্দ সম্পর্কে নিজের মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তেলুগু শিল্পে নিয়মানুবর্তিতা এবং তামিল শিল্পের বিষয়বস্তু পছন্দ করা দু''টি শিল্পকে চূড়ান্ত ভাবে সাফল্য এনে দিয়েছে। কিন্তু এই দুই শিল্পই এখন ভীষণ ভাবে তারকা-নির্ভর হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারটাকেই কাজল

ভালো মনে মেনে নিতে পারেন না। তবে সব কিছুই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে, এক সময় তারকাদের পুজোও ফিকে হয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।লক্ষ্মী একবার কাজলকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোনো অভিনেতার কারণে কখনও ভয় পেয়েছেন? কাজল তাড়াতাড়ি পবন কল্যাণের নাম বলেন। তাঁর কথায়, ''আমাকে চিরঞ্জীবী ভয় দেখাননি, তবে সারা জীবন পবন কল্যাণ আমাকে ভয় দেখিয়েছেন''।কাজল অস্বস্তিকর দৃশ্যের শুটিংয়ের কথাও বলেন ওই শো-য়ে। কাজল স্বীকার করে নেন, চুম্বন করার দৃশ্য এবং পর্দায় বিকিনি পরা নিয়ে এখনও তাঁর অস্বস্তি রয়েছে। তাঁর হিন্দি ছবি - ''দো লাফজো কি কাহানি''র শুটিংয়ের সময় তিনি সে রকমই অস্বস্তিতে ছিলেন।ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধুদের নিয়ে কাজল বলেন, রানা দুগ্গাবাতি ও তামান্নার সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন। তিনি জানান, রানা এবং তাঁরা তিন বন্ধু মিলে একে অপরের সঙ্গে বই ভাগ করে নেন।

বেকিং সোডার ব্যবহারে দূরে পালাবে ক্যান্সার

প্রায় সকলেরই রান্নাঘরে রয়েছে বেকিং সোডা। বিশেষ করে কেক তৈরিতে বেকিং সোডা ব্যবহার করা হয়। তবে আপনি জানেন কি, একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে বেকিং সোডা একেবারে অব্যর্থ ওষুধের মতো কাজ করে?ত্বকের সমস্যা, হৃদরোগ, স্নায়ুবিক সমস্যা এমনকি ক্যান্সারের চিকিতার ক্ষেত্রেও বেকিং সোডা ব্যবহার করে সাফল্য মিলেছে।ইতালির এক চিকিতসক-গবেষক তুলিও সিমোনসিনির দাবি, বেকিং সোডার প্রয়োগে ক্যান্সারের চিকিতা ও নিরাময় সম্ভব। মিলেছে সাফল্যও। তিনি তার ''ক্যান্সার ইজ অ্যা ফাঙ্গাস: অ্যা রিভল্যুশন ইন টিউমার থেরাপি'' বইয়েও এ কথা উল্লেখ করেছেন। সিমোনসিনির দাবি, ক্যান্সার এক ধরনের ফুসকুড়ি, যা বেকিং সোডার সাহায্যে সহজেই নিরাময় করা সম্ভব। এ ছাড়া শরীর থেকে দুষিত বর্জ্য বাইরে বের করে শরীরকে ঝরঝরে করে এই সোডা। দিনে অন্তত দুবার এক চামচ বেকিং সোডা এক গ্লাস জলেতে মিশিয়ে খেলে (বিশেষ করে সকালে ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে) সারাদিন শরীর থাকে ঝরঝরে।পেশিতে টান পড়া, ক্লান্তি ভাব, ত্বকের মরা কোষ থেকে রেহাই পেতে স্নানের সময় জলে এক কাপ বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। ওই জলে স্নান করলে ত্বক হবে নরম, মসৃণ ও উজ্জ্বল।তাছাড়া ভাইরাসের কারণে ত্বকের প্রদাহ বা জ্বালা অনুভূত হলে সামান্য বেকিং সোডা নিয়ে সরাসরি আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে হালকা মালিশ করলে উপকার পাওয়া যাবে।এছাড়া বমি বমি ভাবের চিকিতসায়, হৃদরোগ, স্নায়ুবিক সমস্যা, ক্যান্সার ও ফ্লু-এর চিকিতসায় বেকিং সোডা আর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

রাতে করুন রূপচর্চা

দিনের রূপচর্চার চেয়েও রাতের রূপচর্চা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের ঘুমের সময়টাতেই সারাদিনের ক্লান্তি, স্ট্রেস, দূষণের প্রভাব ইত্যাদি কাটিয়ে ওঠে ত্বক। তাই ত্বক সুস্থ রাখার জন্য সঠিক যত্ন নেয়াটাও জরুরি। রাতে আমাদের ত্বক সঠিক বিশ্রাম ও যত্ন পেলে সতেজ হয়ে ওঠে দ্রুত।রাতে একটানা গভীর ঘুম হওয়া জরুরি। তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত দু'' ঘণ্টা আগে টিভি, মোবাইল, কম্পিউটার স্ক্রিনের চড়া আলো থেকে দূরে থাকা। স্ক্রিন থেকে প্রতিফলিত চড়া আলো ত্বকের স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক কতটা ক্ষতিকারক। সচেতন না হলে কিন্তু সময়ের আগেই বুড়িয়ে যাবে বিশেষ করে মুখ, গলা আর চোখের চারপাশ। ঘুমাতে যাওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প করুন, বই পড়ুন কিন্তু ফোন বা ল্যাপটপ খুলবেন না। সারাদিন প্রচুর পানি পান করুন। তবে রাতের দিকে বেশি পানি খাবেন না তাতে নিশ্চিন্ত ঘুম বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘুমের সময় কিন্তু আপনার ত্বকও ''রিপেয়ার মোড''-এ থাকে, তাই যত নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন, তত ভিতর থেকে সেরে উঠে ঝলমল করবে ত্বক।রাতের বেলা ব্যবহারের জন্য একটু ভারী ক্রিম বা প্রডাক্ট বেছে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, যত আর্দ থাকবে আপনার ত্বক, তত স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। বলিরেখাও পড়বে না। রাতে শুতে যাওয়ার আগে মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন।কোল্ড প্রেসড ভার্জিন অলিভ বা নারিকেল তেল ত্বকের মেকআপ তোলার জন্য খুব ভালো, ইদানীং মিসেলার ফেস ওয়াইপ ব্যবহারের চলও হয়েছে। তবে অ্যালকোহল বা সুগন্ধিযুক্ত ফেস ওয়াশ ব্যবহার না করলেই ভালো হয়। মুখ ধোয়ার পর উষ্ণ তোয়ালে রাখুন মুখের উপর- ত্বক আর্দতা ও উষ্ণতা শুষে নেবে। তারপর ব্যবহার করুন আপনার প্রিয় কোনো ময়েশ্চারাইজার।রাতের বেলায় কিছু কিছু অ্যান্টিঅক্সিডান্ট একদমই কাজ করে না। আপনি যদি ভিটামিন সি ক্রিম ব্যবহারে অভ্যস্ত হন, তাহলে সেটা না বদলে উপায় নেই, কারণ রাতের অন্ধকারে তা মোটেই কাজ করবে না। রাতের জন্য তাই বেছে নিন ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম।

অভিনেতা বিজয়ের বাড়িতে বোমাতঙ্ক!

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অভিনেতা বিজয়ের ''বিগিল'' ছবিটি। বক্স অফিসে বেশ ভালই ব্যবসা করছে। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই লাভের মুখ দেখছে ছবিটি। তবে এবার অভিনেতাকে দেওয়া হল হুমকি! তাঁর বাড়ির সামনে বোমা রাখা হয়েছে বলে ফোনে জানানো হয়। যার জেরে গোটা বাড়িতে হইচই পড়ে যায়। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর পুলিশ কন্টোল রুমে একটি ফোন আসে। অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি ফোনে জানায়, অভিনেতার বাড়িতে বোমা রাখা হয়েছে। ফোন পাওয়া মাত্রই বিজয়ের শালিগ্রামামের বাড়িতে পৌঁছায় পুলিশের একটি দল। যদিও বাড়িতে অভিনেতা ছিলেন না। গোটা ঘটনাটি বিজয়ের বাবাকে জানানো হয়। এরপর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির পরেও কোথাও বোমা উদ্ধার হয়নি। যদিও অফিসাররা হাল ছাড়েননি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, চেন্নাইয়ের এক যুবক ওই ফোনটি করে। তবে তার কী মতলব ছিল এবং এই ঘটনার পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এনিয়ে ইতিমধ্যেই একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে।দীপাবলিতে মুক্তি পেয়েছে ''বিগিল''। মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে, বিজয়, নয়নতারা, জ্যাকি শ্রফের মতো তারকাদের। মহিলাদের ফুটবল টিম নিয়ে তৈরি হয়ে ছবিটি। দলের কোচের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অ্যাটলি। সংগীত পরিচালনা করেছেন এ আর রহমান।

সব সময় রোগমুক্ত থাকতে যা করবেন

চিকিতসকের কাছে এ সমস্যা নিয়ে গেলে দ্রুত সমাধান পাওয়া যায় না, এমনটাই অভিযোগ করেছেন অনেকে। এ রোগ থেকে সহজে মুক্তির উপায়ও খুঁজছেন তারা।চিকিতসকদের মতে, অটোইমিউন ডিজঅর্ডারের কারণে এমন হতে পারে। যার ফলে ইমিউন সিস্টেম নিজেই মেলানিন উতপন্নকারী কোষকে অর্থাত মেলানোসাইটকে আক্রমণ করে। জিনগত প্রবণতা, স্ট্রেস, ভিটামিন বি-১২ এর ঘাটতি ও সূর্যরশ্মির প্রভাবে এমনটা হতে পারে। এছাড়াও ছত্রাকের সংক্রমণ, একজিমা, সোরিয়াসিস ও ত্বকের অন্য সমস্যাও এরজন্য দায়ী হতে পারে।শ্বেতির চিকিতসায় ফটোক্যামোথেরাপি, লাইট থেরাপি, লেজার থেরাপি, স্কিন গ্রাফটিং, ব্লিস্টার গ্রাফটিং এবং মাইক্রোপিগমেন্টেশন করা হয়। এই সবগুলো পদ্ধতি কেমিক্যাল ও সার্জিকেল ট্রিটমেন্ট যা বেদনাদায়ক ও ব্যয়বহুল।কি চিন্তায় পড়ে গেলেন? সহজে কীভাবে এ রোগ থেকে মুক্তি পাবেন এর উপায় খুঁজছেন! জি হ্যাঁ আপনাকেই বলছি? কিছু প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমেও এই রোগটির মোকাবিলা করা যায়!সুন জেনে নিই কী সেই উপাদান যার মাধ্যমে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ কমতে শুরু করবে :আদা : রক্ত সংবহনের উন্নতি ঘটায় আদা। এটি মেলানিনের নিঃসরণকেও উদ্দীপিত হতে সাহায্য করে। শ্বেতি দাগের স্থানে আদার একটি টুকরা নিয়ে ঘষুণ বা আদা থেঁতলে নিয়ে আদার রস কিছুক্ষণ লাগিয়ে রাখুন। দেখবেন দুই সপ্তাহের মধ্যে দাগ কেমন হালকানারিকেল তেল : ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ইনফ্লামেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে নারিকেল তেল। এর পাশাপাশি মেলানিনের গঠনেও সাহায্য করে এই তেল। দুই সপ্তাহ দিনে ২-৩ দিন ব্যবহার করে দেখুন উন্নতি দেখতে পাবেন।

দাঁত পরিস্কারে নারকেল তেলের ব্যবহার

দাঁতের যত্নে নারিকেল তেল? এতদিন চুলের যত্নে আর ত্বকের যত্নে নারিকেল তেলের কথা জেনেছেন, এবার তাই বলে দাঁতের যত্নে নারিকেল তেলের ব্যবহার! মজার ব্যাপার হলো আপনার দাঁতের সুস্থতা ও সুন্দর হাসি ধরে রাখতে নারিকেল তেল বেশ কার্যকরী।সুন্দর হাসি প্রত্যেক মানুষের সম্পদ। কিন্তু যখন আপনি দাঁতের সমস্যায় ভুগবেন তখন হাসিটা মলিন হতে বাধ্য। দিনেদিনে আপনি গোমড়ামুখো হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকবেন। তাই দাঁত ভালো রাখতে আস্থা রাখুন নারিকেল তেলে।প্রকৃতির গুণে ভরা নারিকেল তেল নিয়মিত দাঁতে লাগালে তা আপনার দাঁতের ক্ষয়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ অনেকটাই রোধ করবে। কারণ নারিকেলের শাঁস পিষে তৈরি হওয়া তেলে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারিডের প্রসিদ্ধ উতস এটি। যা দাঁতের জন্য খুবই ভালো ট্রাইগ্লিসারিডের মধ্যে থাকা লরিক অ্যাসিড এবং মোনোলরিন দাঁতের জন্য ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া মারতে সাহায্য করে। তবে দাঁতের ব্যথায় বেশি কষ্ট পেলে ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার না করে সোজা ডেন্টিস্টের কাছ যাওয়াই ভালো।

রোম্যান্টিক দৃশ্যে বাড়াবাড়ি হলেই বাবার ধমক খেয়েছি: বনি

বনি- এটা আমার কাছে একেবারেই নতুন একটা চরিত্র। নতুন একটা চরিত্রকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানোটা একটু কঠিন তো বটেই। আর সেটা আমি ভালোভাবে উতরোতে পেরেছি কিনা, সেটা তো দর্শকরাই বলবেন। তবে আমি আমার ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বিক্রমের মতো একজন কয়লা মাফিয়ার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য একটু পরিশ্রম করতেই হয়েছে। সে কীভাবে হাঁটবে, কীভাবে কথা বলবে। আবার জিত-এর চরিত্রটা এক্কেবারেই বিপরীত। জিত-এর চরিত্র একেবারেই চুপচাপ, খুব একটা কথা না বলা অন্তর্মুখী চরিত্র। একই ছবিতে দুধরনের চরিত্র নিয়ে কাজ করতে পেরেছি, ভেবেই ভালো লাগছে।কৌশানি- বড়পর্দাতে যে জায়গাগুলো এতদিন করে উঠতে পারিনি, সেগুলো যদি আমাকে করতে দেওয়া হয়, তার সঠিক মর্যাদা তো আমার দেওয়া উচিত, তাই না? এই চরিত্রটার জন্য যখন আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তখনই আমি জানতাম যে এটা আমি পারবো। সেজন্য আমি এধরনের বিভিন্ন চরিত্রগুলি দেখে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি, শেখার চেষ্টা করেছি। এবার দর্শকরা কী বলবে, সেটার জন্য ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

মাত্র ২ মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়বেন,চেষ্টা করেই দেখুন একবার

নিয়মিত, পর্যাপ্ত ঘুম হয়- এমন মানুষ মনে হয় এই যুগে কমই পাওয়া যায়। জীবনযাপনের স্ট্রেস, স্বাস্থ্য সমস্যা সর্বোপরি সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানিতে অনেকেই রাত জাগেন। ঘুমানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা ঘুমান না। কিন্তু কিছু মানুষ কিন্তু চাইলেও ঘুমাতে পারেন না।তারা নিজেদের স্ট্রেস কম রাখার চেষ্টা করেন, স্বাস্থ্যের যত্ন নেন, ঘুমাতে যাবার আগে মোবাইল ফোনটা অফ করে দেন, বই পড়েন, বালিশ রোদে দেন। এরপরেও তাদের ঘুম আসতে চায় না। ঘুম না আসার হতাশায় যারা ভুগছেন, তারা জেনে নিতে পারেন একটি কৌশল।

এই কৌশলটি হলো নিঃশ্বাসের একটি ব্যায়াম, যার নাম ৪-৭-৮ টেকনিক। কী ভাবে এই ব্যায়াম করবেন?প্রথমে আপনার জিহবার ডগা দিয়ে ওপরের পাটির দাঁতের ঠিক পেছনে থাকা মাংসে চাপ দিন ও মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করুন। এরপরেও তাদের ঘুম আসতে চায় না। ঘুম না আসার হতাশায় যারা ভুগছেন, তারা জেনে নিতে পারেন একটি কৌশল।এই কৌশলটি হলো নিঃশ্বাসের একটি ব্যায়াম, যার নাম ৪-৭-৮ টেকনিক। কী ভাবে এই ব্যায়াম করবেন?প্রথমে আপনার জিহবার ডগা দিয়ে ওপরের পাটির দাঁতের ঠিক পেছনে থাকা মাংসে চাপ দিন ও মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করুন। এরপর ৪ গুনতে গুনতে নাক দিয়ে শ্বাস নিন। ৭ গুনতে গুনতে এই শ্বাস ধরে রাখুন। এরপর ৮ গুনতে গুনতে মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দিন। মোট চারবার এই কাজটি করুন। এতে আপনার ঘুম চলে আসবে।এই কৌশলটি আবিষ্কার করেন অ্যান্ড্রু ওয়েইল নামের এক ডাক্তার, আর এর ধারণা নেওয়া হয়েছে প্রাণায়াম নামের যোগব্যায়ামটি থেকে। ড় ওয়েইল এর নাম দেন ''রিল্যাক্সিং ব্রেথ'', কারণ তা মন ও শরীর দুটোকেই শান্ত করে দেয়। যাদের ঘুম সহজে আসতে চায় না, তাদের ঘুম এনে দেয়।

অনেকেই বিভিন্ন কারণে স্ট্রেসে থাকেন। রাতের পর রাত তাদের ঘুম হয় না। শরীর শিথিল হতে চায় না। আবার কখনো কখনো ক্লান্তি বেশি হওয়ার কারণেও ঘুম আসে না। তারা এই ব্যায়ামটি করুন।প্রথমবার ব্যায়ামটি করার পর এর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিন। একটু একটু করে ঘুম চলে আসবে। দুই মিনিটের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি। এছাড়া যদি মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলেও আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য এই কৌশলটি ব্যবহার করতে পারেন।

জাজের মাসুদ রানা'' করছেন না শ্রদ্ধা কাপুর

দুর্ধর্ষ থ্রিলার ''মাসুদ রানা'' সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। জাজ মাল্টিমিডিয়া এই ঘোষণা দেওয়ার পর গুঞ্জন রটেছিল, সিনেমাটির বিষয়ে নাকি

শ্রদ্ধা জানেনই না। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই সত্যি হলো। গতকাল শনিবার জাজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানানো হয়, ''মাসুদ রানা'' সিনেমায় অভিনয় করছেন না শ্রদ্ধা।জাজ মাল্টিমিডিয়া জানায়, শুটিংয়ের সময় পরিবর্তনের কারণে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে পারবেন না শ্রদ্ধা কাপুর। বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল হওয়ার কারণে ''মাসুদ রানা''র জন্য এখনো সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। রবিবার এই আবেদন করা হবে এবং এই অনুমতি পাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে জানানো হয় ফেসবুকের এই পোস্টে।

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রী যায়া। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীরের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : কাশ্মীরের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিহতদের পরিবার-পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইট করে বলেন, "গতকাল কাশ্মীরে যে পাঁচজন নিরীহ শ্রমিককে নৃশংসভাবে খুন করা হল, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এটা পূর্বপরিকল্পিতও বটে। আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এখন কাশ্মীরে কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নেই। সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাথে নেপথ্যের সত্যটা প্রকাশিত হয়, তার জন্য রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সঞ্জয় সিংকে ইতিমধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের সাংসদ ও বিধায়কদের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে হতাহতদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে গিয়েছেন। নিহতদের প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও সর্বতোভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। "

এদিকে কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন,

"কাশ্মীর আজ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য হত্যালীলার সাক্ষী হয়ে রইলো, সন্ত্রাসবাদীরা বর্বরোচিত আক্রমণ করে পাঁচজন গরিব মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল। মানুষগুলো সকলে আমার জেলা মুর্শিদাবাদের মানুষ। তারা ভারত সরকারের দেওয়া ভরসায় ভরসা করে কাশ্মীরে রুটি রুজির জন্য গিয়ে আজ প্রাণ দিল। খুব দুঃখ পাচ্ছি, শাস্তি চাই অপরাধীদের।'

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিখ্যাত কিছু শিল্পীর ছবি চলচ্চিত্র উৎসবে

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মান্না দে, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের ছবি দেখানো হবে।

রবি ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, বাসু চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, চিন্ময় রায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা, বিদ্যা সিনহা, স্বরূপ দত্ত, গিরীশ কারনাড-এর জন্য বিশেষ বিভাগ থাকছে। এ ছাড়াও পুরনো বাংলা ছবির মধ্যে থাকছে সত্যজিৎ রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'।

সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল বিভাগে দেখানো হবে তন্নিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'রোম রোম মে'।

ছবিটিতে অভিনয় করেছেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। ছবিটি বুসান এবং মুম্বই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসা পেয়েছে।

ভারতীয় ভাষার ছবির প্রতিযোগিতা বিভাগে দুটি বাংলা ছবি দেখানো হবে। একটি হল কৃষ্ণেন্দু দত্ত পরিচালিত 'ডুবুরি'। গ্রাম বাংলার প্রেক্ষাপটে 'ডুবুরি'র গল্পটি রচিত হয়েছে। গোলাপডাঙা গ্রামে ননদ এবং শ্বশুরকে নিয়ে ৩০ বছরের বিধবা মহিলা নীলুর বসবাস। তার একটি কানপাসা পুকুরে হারিয়ে যায়।

সেই কানপাসা খুঁজতে এক ডুবুরির আগমন হয়। গল্প এভাবেই এগতে থাকে। ছবির বেশিরভাগ অংশই সাদা-কালো। কিছু জায়গায় রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। চলচ্চিত্র উতবে ছবি নির্বাচিত হওয়ায় স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণেন্দু। এটি তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি। এই বিভাগে প্রস্তাবিত অন্য ছবিটি গৌতম হালদার পরিচালিত 'নির্বাণ'

কর্ণাটকে বাস উল্টে নিহত ছয়, গুরুতর আহত ২০

তুমকুরু(কর্ণাটক), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : বাস উল্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিহত ছয়। পাশাপাশি গুরুতর জখম ২০। বুধবার কর্ণাটকের তুমকুরু এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যাত্রীবোঝাই বাসটি বেপরোয়া গতিতে চলছিল। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ায় ফলে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ছয়জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিন অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার বাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের ফিলিপিন্স

জার্কাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের ফিলিপিন্স। সে দেশের দক্ষিনাঞ্চলীয় মিন্দানাওয়ে প্রবল এই ভূমিকম্প হয়। শক্তিশালী এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৬। প্রবল এই ভূমিকম্পে দুলে ওঠে ওই এলাকার বহুতলগুলি। প্রবল দুলুনিতে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। প্রাণ বাঁচাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কার্যত হুড়োহুড়ি বেঁধে যায়। আতঙ্কিত বাসিন্দারা ঘরবাড়ি, দফতর ও স্কুল ছেড়ে রাস্তায় বের হয়ে আসে বলে জানাচ্ছে রয়টার্স। ফিলিপিন্স ইনিস্টিটিউট অব ভলকানোলজি এন্ড সিসমোলজি (ফিভোলক্স) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৪ মিনিটে কোটাবাটোর টুলুনান থেকে ২৬ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। যদিও এখনও পর্যন্ত বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি, তবে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রদরিগো দুর্তার্তের

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন্সি তুলে দেওয়া হল মোমিনূক হকের হাতে

ঢাকা, ৩০ (হি. স.) : নির্বাসিত শাকিব আল হাসান। তাঁর অনুপস্থিতিতে টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি তুলে দেওয়া হল টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান মোমিনূক হকের হাতে।

মোমিনূল এই প্রথমবার নেতৃত্বভার হাতে পেলেও এর আগে টেস্ট ও টি-২০ ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন্সি করার অভিজ্ঞতা রয়েছে মাহমুদুল্লার। শুধু নেতৃত্ব বদলই নয়, বাংলাদেশের টি-২০ ও টেস্ট স্কোয়াডেও কয়েকটি রদবদল হয়েছে। চোট পাওয়া মহম্মদ সইফুদ্দিনের পরিবর্তে টি-২০ দলে ঢুকেছেন আবু হায়দার রনি। তামিমের পরিবর্তে টি-২০ সিরিজের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন মহম্মদ মিঠুন। তামিম দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে চান বলে ভারত সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। টি-২০ স্কোয়াডে শাকিবের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম। ২০ বছর বয়সি সঈফ হাসান প্রথমবার ডাক পেয়েছেন বাংলাদেশের টেস্ট স্কোয়াডে। ২০১৪ সালে শেষবার টেস্ট খেলা আল-আমিন হোসেন ফিরেছেন টেস্ট স্কোয়াডে। নিউজিল্যান্ড সফরের পর বাদ পড়া এবাদত হোসেন টেস্ট স্কোয়াডে কাম ব্যাক করেছেন। তাস্কিন আহমেদের জায়গায় চোট সারিয়ে ফিরে এসেছেম মুস্তাফিজুর রহমান। টেস্টে উইকেটকিপারের ভূমিকা পালন করলেন লিটন দাস।

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এনএসইউআই আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীরে বাংলার ৫ শ্রমিককে হত্যার ঘটনায় শোকপ্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে বাংলার ৫ শ্রমিককে হত্যার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাছে আবেদন করেছেন তিনি।

শোকপ্রকাশ করে রাজ্যপাল টুইটে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাগ করে টুইটে তিনি লিখেছেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মুর্শিদাবাদের ৫জন শ্রমিককে খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। মানবতার শত্রুরা এই কাপুরুষোচিত কাজ করেছে। আমাদের এই হিংসা স্তব্ধ করে দেওয়া উচিত। নিহতের পরিবারদের সাহায্যের জন্য সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাছে আবেদন করছি।"

মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ৫ শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা।

ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের কায়দায় একসারিতে দাঁড় করিয়ে, ওই পাঁচ জনকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা।

ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ায়, জহিরুল নামে বাংলার আর এক শ্রমিক প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তবে, ওই শ্রমিকও গুলিবিদ্ধ।

হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করে হয়েছে। চিকিতসকেরা জানিয়েছেন, তিনি বিপন্মুক্ত।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, সেনসেক্স ছাড়িয়েছে ৪০ হাজারের গণ্ডি

মুম্বাই, ৩০ (হি. স.) : বুধবার বাজার খুলতেই চাঙ্গা হয়েছে শেয়ার বাজার। এদিন সেনসেক্স ছাড়িয়েছে ৪০ হাজারের গণ্ডি। এর আগে চলতি বছরে মাত্র একবার সেনসেক্স ৪০ হাজারের বেশি উঠেছিল। দিনটা ছিল ৫ জুলাই। সেনসেক্স উঠেছিল ৪০,৩১২ পয়েন্ট।

বুধবার দিনের শুরুতেই সেনসেক্স ২৬৮ পয়েন্ট উঠে ৪০,১০০ তে স্থির হয়। নিফটিও ওঠে ১১,৮৩৩ পর্যন্ত। মঙ্গলবারও শেয়ারের দাম চড়েছিল। তাতে বিনিয়োগকারীদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় ২.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা। আমেরিকা ও চিনের বাণিজ্যিক চুক্তিতে চাঙ্গা হয়েছে শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার দিনের শুরুতে সেনসেক্স ৫৮১.৬৪ পয়েন্ট উঠে ৩৯, ৮৩১.৮৪-এ স্থির হয়। পরে সূচক ওঠে ৬৬৬.৮১ পর্যন্ত। আরও উঁচুতে উঠে সেনসেক্স স্থির হয় ৩৯,৯১৭.০১ এর ঘরে। জিওজিৎ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের হেড অব রিসার্চ বিনোদ নায়ার বলেন, চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলি ভালো লাভ করেছে।

মাঝারি ও ছোট কোম্পানিগুলিও কিছু লাভ করেছে। বিনিয়োগকারীরা ভাবছেন, এই অবস্থায় ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির হাল সম্পর্কে বিনোদ নায়ার আশাবাদী। তিনি বলেন, বিশ্ব বাজারে যে কালো মেঘ দেখা গিয়েছিল, তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। চিন ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, আমেরিকার ফেডারেল ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলেই নতুন করে বিনিয়োগ করতে সাহস পাচ্ছেন অনেকে।

বুধভার যুব উৎসব ২০১৯ এর মঞ্চে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ছট পুজোর প্রস্তুতি শুরু, জলাশয় উদ্বোধন করবেন ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : বিহারি সমাজে ছট পুজোর প্রহরগোণা শুরু হয়েছে। বুধবার বাইপাসের কাছে একটি বড় জলাশয় ছটের জন্য উদ্বোধন করবেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বুধবার সকালে রাষ্ট্রীয় বিহারি সমাজের সভাপতি মণিপ্রসাদ সিংহ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "কাল বিকাল থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত পর্যারক্রমে চলবে আমাদের উপবাস। প্রথমে স্নান করে খেয়ে ১২ ঘন্টার উপবাস। এর পর দুই পর্যায়ে যথাক্রমে ২৪ ঘন্টা ও ৩৬ ঘন্টার উপবাস।" মণিবাবু জানান, দক্ষিণ কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবরের পরিবর্ত হিসেবে ১১টি জলাশয় পুজোর জন্য ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই জলাশয়গুলিতে ঘাট তৈরি ছাড়াও প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরে যে পুণ্যার্থীরা আসেন, তার চেয়ে বেশি প্যার্থী এই জলাশয়গুলিতে পুজো দিতে আসতে পারবেন বলে মণিপ্রসাদবাবু দাবি করেন।

কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ জানান, জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মানতে তাঁরা বাধ্য। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামি শনিবার এবং রবিবার রবীন্দ্র সরোবরের সমস্ত গেট বন্ধ রাখা হবে। দায়িত্বে থাকবে পুলিশ। এ ছাড়াও বৃহস্পতিবার থেকে সরোবরে সংশ্লিষ্ট দফতর নিরাপত্তা বাড়াবে। আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, ছটের জন্য প্রতিটি গেটে দু'জন মহিলা পুলিশ-সহ সাত জন করে নিরাপত্তায় থাকবেন। রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বিকল্প জলাশয়গুলি পুজোর জন্য ব্যবহার করার আবেদন করেছে কেএমডিএ।

জুয়া খেলতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ৫

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স) : কলকাতার হোটেলে জুয়ার আসর থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল হোটেল মালিক সহ ৫ জন। বাজেয়াপ্ত নগদ টাকা, মোবাইল। পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রতি বছর পুজোর আগে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে জুয়া বিরোধী অভিযান চালানো হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পার্ট স্ট্রিটের এলিয়ট রোডের হলিডে ইন নামে একটি হোটেলে হানা দেয় কলকাতা পুলিশের একটি দল। সেখানে বসেছিল জুয়ার আসর। পুলিশ দেখে আসর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পালাতে থাকে জুয়াড়িরা। কিন্তু ততক্ষণে ৫ জনকে পাকড়াও করে ফেলেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৬০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাদের কাছে তাস, ৬টি মোবাইল ফোন ও আরও কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি সবই আপাতাত বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ৫ জনই পেশাদার জুয়াড়ি। পার্ক স্ট্রিটের এই হোটেলে যে ভাইফোঁটার রাতে জুয়ার আসর বসবে, সেই খবর তাদের কাছে আগে থেকেই ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার রাতে হোটেলে হানা দিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে হোটেলের মালিকের বাড়ি এলিয়ট রোডেই। তার নাম রজনীশ কুমার মালহোত্রা। কাক্কু নামে তাকে সবাই চেনে। বয়স ৫১ বছর। বাকি চারজন তারই বন্ধু। তাদের নাম মহম্মদ শাকির, শাহিদ পারভেজ, মহম্মদ দিলশাদ ও মহম্মদ ঔরঙ্গজেব। এদের মধ্যে শাকির ও ঔরঙ্গজেবের বয়স যথাক্রমে ৫০ ও ৫২ বছর। পারভেজের বয়স ৩৮ বছর। দিলশাদ এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। তার বয়স ২৯ বছর। এই ৫ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জুয়া বিরোধী আইনের একধিক ধারাও জারি হয়েছে।

টেন্ডার গঠনে স্বচ্ছতা আনতে প্রতিটি বরোতে ই-সেল খুলছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর(হি.স.): এবার থেকে কোন প্রকল্পের বাজেট ৫ লক্ষ টাকার বেশি হলেই ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন বাধ্যতামূলক। সরকারি দফতর সহ স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে এমন নির্দেশই দিয়েছে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরঊ সেই কারণেই শহরের প্রতিটি বরোতে ই-সেল গঠন করছে কলকাতা পুরসভাঊ শহরের বিভিন্ন ছোট প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদাররা যাতে ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন সেই সম্পর্কে সচেতন করতে ও অংশগ্রহণে সহযোগিতা করতে কলকাতা পুরসভা এই পদক্ষেপ নিয়েছেঊ

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "রাজ্য সরকারের নির্দেশ মত আমি ইতিমধ্যেই প্রতিটি বরোতে ই-সেল গঠন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। ই-সেল কম বাজেটের প্রকল্পের ঠিকাদারদের ই-টেন্ডারে অংশগ্রহন করার জন্য সচেতন ও সহযোগিতা করবে"। মেয়র আরও বলেন, "আমরা বেশকিছু দিন ধরে ই-টেন্ডারে ভালো পারফরমেন্সের জন্য ক্রাইসিলের বিচারে "এ প্লাস" ক্যাটাগরিতে রয়েছি। ই-টেন্ডার পদ্ধতিই বিভিন্ন প্রকল্পের দরপত্র আহ্বানের সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি। সারা দেশে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হচ্ছেঊ"

পুরসভা সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ৪১১১ টি প্রকল্পের জন্য দরপত্র ডাকা হয়েছে। পুরকর্তাদের একাংশের মতে, কলকাতা পুরসভা ই-টেন্ডার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য পুরসভা ও কর্পোরেশনের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। 'কম্পট্রোলার এন্ড অডিটার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া'(সিএজি) ই-টেন্ডারকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কলকাতা পুরসভাকে 'ট্রু এন্ড ফেয়ার' লেখা শংসাপত্রও দিয়েছে। পুরসভার এক কর্তা জানান, "ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আছে। যদি প্রশাসন ভিতর থেকে কোনও ঠিকাদারকে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে কারচুপি না করে তবে এই প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেইঊ"

এদিকে, রাজ্যের অনেক পুরসভা ই-টেন্ডারের ক্ষেত্রে গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ আসায় পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

মেটালিতে কুয়ো থেকে উদ্ধার ব্যক্তির মৃতদেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

মেটেলি, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : কুয়ো থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মেটেলি বাতাবাড়ি চা বাগানের গুদাম লাইনে। মৃতের নাম বুলডুঙ্গা কর্মকার। বুধবার সকালে মেটেলি থানার পুলিশ ও মাল দমকল বিভাগের কর্মীদের সহায়তায় কুয়ো থেকে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ওই ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় নিজের বাড়িতে কুয়োয় জল তুলতে গিয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। এদিন ভোরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। এদিন সকালে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ভাতৃদ্বীতিয়া উপলক্ষ্যে ভাই-বোনদের রক্তদান, দুর্গাপুরে একই পরিবারে ১৬ জনের রক্তদানের নজির

দুর্গাপুর, ৩০ অক্টোবর(হি. স.) : এক অন্য ভাতৃদ্বীতিয়া পালন। ফেঁটা দেওয়ার মাধ্যমে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে বোন। তবে সেই উৎসবকে অন্যমাত্রা দিল দুর্গাপুরে জেসপ গেট কালি পূজা কমিটি। যার উদ্যোক্তার মুলে স্থানীয় গুরুং পরিবাররে ১৬ সদস্য রক্তদান করল। রক্তদানের মাধ্যমে ভাতৃদ্বীতিয়া ও ভাইদুজ পালন করল। বুধবার নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল শিল্পশহর।

দুর্গাপুরের জেসপ গেট পূজা কমিটি বিগত ২০ বছর ধরে সেখানের নিউ রবীন্দ্রপল্লীতে কালীপুজো করে আসছে। পুজোয় সেরকম আড়ম্বর না থাকলেও সমাজসেবায় উৎসাহ রয়েছে পুজা কমিটির। অতীতে শুধু দুজন করে রক্তদাতার শর্তে ফুটবল খেলায় নজির গড়েছিল। এবার

বাস খাদে, বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। মেঘালয়ে গভীর খাদে বাস পড়ে গিয়ে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আর ২০ জন জওয়ান আহত হয়েছে। তাছাড়া চালকের অবস্থাও সংকটজনক। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া হিলের জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল এএস০৫- সি-২০৩৪ নম্বরের একটি বাস। বাসটি আসামের যোগি রোড থেকে মেঘালয় ভায়া শিলচর যাচ্ছিল। বাসটিতে বিএসএফ জওয়ানরাই ছিলেন। ৯৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা মূলত এনআরসির ডিউটি সেরে বেস ক্যাম্পে যাচ্ছিল। জয়ন্তিয়া হিলের উমতারা এলাকায় পৌঁছতেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়ীটি প্রায় একশ ফুট নীচে খাদে পড়ে যায়। তাতে ঘটনাস্থলেই এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। বাকিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হযেছে।

মমতার বাড়িতে যাওয়া নিয়ে শোভনকে চিঠি দিতে চলেছে বিজেপি

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স): শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হওয়া মোটেও ভাল চোখে দেখছে না বিজেপি। এহেন আচরণের জবাবদিহি চেয়ে শোভনকে চিঠি দিতে চলেছে তারা। বুধবার বিজেপির রাজ্য দফতর মুরলিধর সেন স্ট্রিট সূত্রে সেখবরই মিলেছে।

শোভন চট্টোপাধ্যায়ের জবাবের ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে দল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, 'শোভনবাবু ঠিক কী চাইছেন তা তাঁকে জানাতে হবে। দু''নৌকায় পা দিয়ে চলা যাবে না। বিজেপি একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ন দল। দলবিরোধী কোনও কাজ বরদাস্ত হবে না।'

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ভাইফেঁটা নিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়। বিজেপিতে যোগদানের পর দীর্ঘদিন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন তিনি। কিন্তু,একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আবির্ভূত হন তিনি। ভাইফেঁটার দুপুরে সটান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছে যান কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। যথারীতি তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেখানে শোভনবাবুকে ভাইফেঁটা দেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেঁটা দেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

বিজেপিতে যোগদানের পর শোভনের ফের মমতার বাড়িতে যাওয়ায় শুরু হয় রাজনৈতিক শোরগোল। তবে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের এই গতিবিধি মোটেও ভাল চোখে দেখছে না বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের জবাবদিহি চেয়ে চিঠি দিতে চলেছে দল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তাঁরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে তাঁরা থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। প্রতিনিধি দলের তরফে আরও জানানো হয়েছে সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র ভারতের নয় গোটা বিশ্বের সমস্যা।

মঙ্গলবার দুইদিনের কাশ্মীরের সফরে আসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদের প্রতিনিধি দলের তরফে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের তরফে সাংসদ হেনরি মালুসে জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আন্তর্জাতিকস্তরে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে সব থেকে বড় সমস্যার। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তিনি আরও বলেন, কাশ্মীরে মোতায়েন থাকা সেনা জওয়ান এবং পুলিশকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি স্থানীয় সমাজকর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন তাঁরা। মঙ্গলবার কাশ্মীরের কুলগামে পাঁচ বাঙালির শ্রমিকের হত্যার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধি দলে থাকা এক সাংসদ নিউটন ডান জানিয়েছেন, 'বিশ্বে সব থেকে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে ভারতকে দেখতে চায় ইউরোপ। সে জন্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকা উচিত ইউরোপের। এই সফর চোখ খুলে দেওয়ার মতো ছিল। সরেজমিনে যা দেখেছি, তাই দেশে ফিরে সংবাদমাধ্যমকে বলব।' এদিন হেনরি মালুসে আরও জানিয়েছেন, ভারতের থেকে কাশ্মীরবাসীর অনেক আশা রয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাদের এই সফরকে দেখা উচিত নয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য এই সফর। উন্নত হয়ে ওঠার সমস্ত রসদ কাশ্মীরের রয়েছে। ভারতের বাকি অংশ অনেক এগিয়ে গিয়েছে। বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি পেয়েও উন্নয়নের নিরিখে এখনও পিছিয়ে রয়েছে কাশ্মীর। কাশ্মীর পরিস্থিতির শিকার।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ জন সাংসদ মঙ্গলবার দুইদিনের সফরে কাশ্মীরে এসেছেন। বুধবার তাঁদের সফরের দ্বিতীয় দিন। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি মঙ্গলবার রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা।

জামিন পেয়ে ফের ধর্ষণের চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর (হি.স): ধর্ষণ মামলায় জামিন পেয়েই আবারও ওই নির্যাতিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার রাজু বস্তি এলাকায়। অসুস্থ নির্যাতিতাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধে নাগাদ ইসলামপুর থেকে রাজু বস্তি এলাকায় আসে ওই যুবতী। অভিযোগ, সেই সময়েই মাসুম রেজা নামে মূল অভিযুক্ত এবং তার দলবল তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। যুবতীর অভিযোগ, এর আগেও একই কাজ করেছে মাসুম। সেই ঘটনায় জেলও খাটে সে। তারপর জামিন পেয়ে প্রতিশোধ নিতেই ফের এই কাজ করেছে বলে জানায় নির্যাতিতা। এরপর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত দুষ্কৃতী মাসুম রেজা সহ তার সঙ্গীসাথীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজু বস্তি এলাকায়। নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা গেছে , মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুবতী ইসলামপুর থেকে বাসে চেপে রাজু বস্তি এলাকায় নামে। সেইসময় মাসুম রেজা ও তার দলবল নির্যাতিতাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

আপিলেও বহাল

তিনের পাতার পর

এমপি হারুনুর রশীদকে দেন ছয় মাসের অন্তবর্তীকালীন জামিন।

ওই জামিন স্থগিতের জন্য দুদক মঙ্গলবার চেম্বার আদালতে গেলে চেম্বার বিচারপতি বিষয়টি শুনানির জন্য আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এর ধারাবাহিকতায় বিষয়টি বুধবার আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে উঠলে শুনানি শেষে হাই কোর্টের আদেশই বহাল থাকে।

আবাসন প্রকল্প

তিনের পাতার পর

৯০ লাখ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৪৬ কোটি ২৪ লাখ ৩১ হাজার টাকা কন্টিজেন্সির জন্য অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ করা হয়েছে এবং ১ লাখ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের পূনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সভায় প্রতিরা মন্ত্রণালয়ের সচিব আখতার হোসেন ভূঁইয়া, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের লেঃ জেনারেল মোঃ সফিকুর রহমান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী,বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রতিরা মন্ত্রণালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্যাম সুন্দর কোং- এর মেগা ড্র

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। প্রত্যেকবারের মতো শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এবছরও স্বর্ণ সম্ভার এবং চমকভরা ধনতেরস এর আয়োজন করেছিল। বিপুল সাড়া জাগানো এই উৎসব মুখর আয়োজনের মধ্যে স্বর্ণ সম্ভার ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর এবং চমকভরা ধনতেরস ২১ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর অবধি এক সফলতার নিদর্শনে বাস্তবায়িত হয়। দুটি আয়োজনেই প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহারের পাশাপাশি বিশেষ ছাড় এবং ডেইলি লাকি ড্র ও মেগা ড্র এর ব্যাবস্থা ছিল।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পূণ্যতিথিতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সহ সম্পাদক স্বামী বোধীসত্ত্বানন্দ জী মহারাজ এর উপস্থিতিতে আগরতলা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এ মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং- এর মেগা ড্র। ছবি নিজস্ব।

হোয়াটসঅ্যাপে

● **প্রথম পাতার পর**

সংসার। সে বিচারের আশায় কদমতলা থানার দ্বারস্থ হয়েছে। দেশে তিন তালাক বিল পাস হয়েছে।

সাহ ভানু শুরু করে মুসলিম মহিলাদের অধিকার পাওয়ার লড়াইয়ে যারা ছিলেন যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা ভেবেছিলেন আইন হলে বিল হলে তিন তালাকের মতো জঘন্য এই জিনিসটা থাকবে না কিন্তু কই এখনো রয়ে গেছে সেই ধর্মীয় গোঁড়ামি। সুবিচার পাবে কি সালমা। সে এখন আশায় দিন গুনছে। কি হবে তার ভবিষ্যৎ। এ বিষয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান মামলা হয়েছে তদন্ত চলছে শুধু ছেলে নয় তাদের পরিবারের আরও তিনজন অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি সুক্ষ্মভাবে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

স্থগিত

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি আদালতে বোঝাতে চেয়েছেন, বাদল চৌধুরী একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাই তিনি ওই মামলার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারবেন। এদিন, আদালতে উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে শুনানি সম্পন্ন হয়। কিন্তু, আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে। ফলে, বাদল চৌধুরীর জামিন হবে নাকি তাঁকে পুলিশ হেফাজতেই থাকতে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলল না। ফলে, তাঁকে নিয়ে উৎকন্ঠা রয়েই গেল।

অবশ্য, বাদল চৌধুরী আজ পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁকে মারধরের অভিযোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রীও হাসপাতালে নিগৃহীত হয়েছেন, এই অভিযোগও উঠেছে। এই বিষয়টি হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়েছে বলে জানান বাদল চৌধুরীর আইনজীবী।

এদিকে, আজ আদালতে পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে সোপর্দ করে পুলিশ। আদালত তাঁকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। জেল হাজতে প্রথম তিনদিন পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে আদালত অনুমতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ

● **প্রথম পাতার পর**

বিএসএফের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তাতে, বিএসএফ ও বিজিবি এই ঘটনায় পতাকা বৈঠক করেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা বৈঠকে স্থির করেন হাতির মালিক ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেবেন। স্থানীয় জনগণ প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলেও হাতির মালিক ৬৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণবাবদ মিটিয়ে দেবেন বলে স্থির করা হয়েছে। জানা গেছে, আগামীকাল সকালে ফের দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা বৈঠক করে কিভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তা স্থির করবেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

সেখানে পড়ে রয়েছে। তবে, তার পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। এনসিসি থানার পুলিশ বলেন, অজ্ঞাত পরিচয় ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন থানায় মৃতদেহ উদ্ধারের খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও কেউই ওই মৃতদেহ শনাক্ত করতে আসেননি। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা সম্ভব হবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি নিছক একটি খুনের ঘটনা।

জাপানের ফিলিপিন্স

পাচের পাতার পর

নিজের শহর জনবহুল দাভাও সিটিসহ নিকটবর্তী প্রদেশ ও শহরগুলোতেও ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে। ডিজেডএমএম রেডিওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের সময় দাভাওয়ের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের তারগুলো দোল খেয়েছে এবং লোকজন খোলা জায়গায় গিয়ে জড়ো হয়েছে, এ সময় আতঙ্কে কয়েকজন মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ভূমিকম্পের পর স্কুলগুলোতে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

সাউদাম্পটনকে হারিয়ে লিগ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : সার্জিও আগুয়েরোর জোড়া গোলে লিগ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে সাউদাম্পটনকে ৩-১ গোলে পারজিত করে গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটি। হোম টিমের হয়ে অপর গোলটি করেন ওতামেন্দি। সাউদাম্পটনের হয়ে ব্যবধান কমান জে স্টিফেন্স।

গত শনিবার লেস্টার সিটির কাছে ০-৯ গোলে হারের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ম্যান সিটির কাছে আরও একবার বিধ্বস্ত হতে হয় সাউদাম্পটনকে। সপ্তাহান্তে অ্যাস্টন ভিয়ার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয় তুলে নেওয়া প্রথম একাদশে ন'টি রদবদল করে দল নামান গুয়ার্দিওলার। বার্নান্দো সিলভা ও জসুস ছাড়া বাকি সবাইকে বদলে ফেলেন সিটি কোচ। টমি ডোইল সিনিয়র দলের হয়ে প্রথমবার মাঠে নামেন। আগুয়েরো ক্লাবের হয়ে ৩৫০ তম ম্যাচ খেলতে নামেন। সেদিক থেকে মাইলস্টোন ম্যাচ জোড়া গোলে স্মরণীয় করে রাখেন আর্জেন্টিনা তারকা।

ম্যাচের ২০ মিনিটে সিলভার পাস থেকে সিটির হয়ে প্রথম গোল ওতামেন্দির। ৩৮ মিনিটে ওয়াকালের পাস থেকে গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন আগুয়েরো। জোড়া গোলে এগিয়ে প্রথমার্ধের খেলা শেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ৫৬ মিনিটে আগুয়েরো ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। সিটি এগিয়ে যায় ৩-০ গোলে। ৭৫ মিনিটে ওয়ার্ড-প্রউসের পাস থেকে গোলে করে সাউদাম্পটনের হয়ে ব্যবধান কমান এবং স্কোর-লাইন ৩-১ করেন স্টিফেন্স।

নির্দেশ

আটের পাতার পর

সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও চলতি বছরের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি বিষয়ক একটি পরিসংখ্যান সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয়। এই পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২.৭৯ কিমি। এর মধ্যে ৬০.২১ শতাংশ অর্থাৎ ১.৬৮ কিমি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়াও ১২৫টি কালভার্ট নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এ পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে ৪৪টি। শতাংশের হিসাবে ৩৫.২ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

নতুন রাস্তা ফরমেশনের ক্ষেত্রে ৬৩.৯৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জি এস বি অর্থাৎ গ্র্যানিউলার সাব বেইস স্তর পর্যন্ত কাজ হয়েছে ৫৪ শতাংশ। কার্পেটিং-এর কাজও দ্রততার সাথেই সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে মুখ্য বাস্তুকার শ্রীদাস জানান। চলতি বছরে ২৯টি আর সি সি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে চারটি সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজও দ্রততার সাথেই সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই সবগুলি সেতুর কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে তিনি জানান। এছাড়াও এদিন দপ্তরের প্রধান প্রধান সাতটি রাস্তার কাজের অগ্রগতি নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। অমরপুর থেকে ছবিমুড়া, গণ্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তা থেকে নারিকেল কুঞ্জ, বিলোনীয়ার কাসারী ট্রাইজংশন থেকে গৌরাঙ্গ বাজার, জোলাইবাড়ি থেকে আইলমারা, শান্তিরবাজার থেকে অমরপুরের কাসকো, গণ্ডাছড়া থেকে রইস্যাবাড়ি, মনু থেকে কাঞ্চনপুর এই সাতটি রাস্তার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয়। এদিনের সভায় পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ও এক্সিকিউটিভ স্তরের ইঞ্জিনিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতাল থেকে

● **প্রথম পাতার পর**

শুরু হয়। এদিন শুরুতেই বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যী জামিনের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তেমনি, অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুন কান্তি ভৌমিক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য, বাদলবাবু যথেষ্ট প্রভাবশালী লোক। তাই, তাঁকে জামিন দেওয়া হলে মামলা প্রভাবিত হতে পারে।

এদিকে, আজ দুপুর নাগাদ তদন্তকারী অফিসার ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি অজয় কুমার দাস বাদল চৌধুরীকে হাসপাতাল থেকে থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশের দাবি, বাদল চৌধুরীকে হাসপাতাল ছুটি দিয়েছে। তাই তাকে পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে। এদিন বাদল চৌধুরীকে পশ্চিম আগরতলা থানায় নিয়ে আসার সাথে সাথে থানা চত্ত্বরে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

অন্যদিকে, বাদল চৌধুরীকে থানার লকআপে ঢুকানোর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুকে ব্যথা অনুভব করছেন বলে তিনি পুলিশকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের থানায় ডেকে আনে পুলিশ এবং চিকিৎসকরা তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। সে মোতাবেক তাঁকে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। হাসপাতালে ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে তাঁকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা বাদল চৌধুরীকে আইসিইউতে স্থানান্তর করেন। এখন তিনি ডাঃ রাজেশ দেববর্মার নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে, বাদল চৌধুরী অভিযোগ করেন, তাঁকে বলপূর্বক হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে এনেছে পুলিশ এবং লকআপে তাঁকে মারধর করেছেন পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। অবশ্য, এই সমস্ত বিষয়ে পুলিশ এখন কোন মন্তব্য করেনি। বাদল চৌধুরীর আইনজীবী জানিয়েছেন, হাসপাতালে তাঁর মক্কেলকে নিগৃহীত করা, সাথে বাদল চৌধুরীর স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার এবং থানার লকআপে মারধরের ঘটনা ত্রিপুরা হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়েছে। আদালত এ-বিষয়ে বিচার করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

বাদল চৌধুরীর এই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক। তিনি বলেন, পুলিশ আইন মেনেই পদক্ষেপ নিচ্ছে। বাদল চৌধুরীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। তাতে, অমানবিকতা এবং বেআইনী কোন কাজ করেনি পুলিশ, দাবি করেন তিনি। বরং পুলিশের কাজে বাদল চৌধুরী অসহযোগিতা করেছেন বলে অভিযোগ এডভোকেট জেনারেলের।

বীথি আখতার

● **প্রথম পাতার পর**

ঘোষ বলেন, ২০১২ সাল থেকে নরসিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়েছে। চিকিৎসায় তিনি সাড়া দিয়েছেন। তাই, আজ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে বীথি আখতার সহ ৬ জনকে সুস্থ করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, এখন ১৮ জন ছেলেমেয়ে রয়েছেন যারা মানসিকভাবে অসুস্থ। তারাও বাংলাদেশ থেকে ভুল করে এপারে এসে পড়েছেন। ডাঃ ঘোষ দাবি করেন, তাদের মধ্যে ৭ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং তারা বাংলাদেশে নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে প্রস্তুত আছেন। এদিন তিনি জানান, বীথি আখতারকে ফেরত পাঠানোর জন্য আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের সাথে মিলে বীথিকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনে তিনি যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

এদিন বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা বলেন, ত্রিপুরা সরকারের জন্যই আজ দীর্ঘ নয় বছর বাদে সুস্থ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছে বীথি। ২০১০ সালে তার নিখোঁজ হওয়ার তথ্য রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে। ত্রিপুরায় চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। কিরীটি চাকমার কথায়, ত্রিপুরায় এমন আরো ১৮ জন রয়েছেন, তাদেরও পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আজ ত্রিপুরা সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এভাবেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে তিনি দাবি করেছেন।

এদিন আখাউড়া সীমান্তে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েন সাফিয়া। মেয়েকে সামনে পেয়েও নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিথীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে দেন। মেয়েকে ফিরে পেয়ে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। ত্রিপুরা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতি আজ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন সাফিয়া। পাশাপাশি, সৈয়দ খাইরুল আলমকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে, বীথি আখতারও আজ দেশে ফিরে যেতে পারছেন বলে ভীষণ খুশি হয়েছেন। তিনি বলেন, ওপার থেকে এদেশে কিভাবে এসেছি বুঝতে পারিনি। তবে, এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছি, তাই ভীষণ খুশি হয়েছি।

ট্রিপার ট্রাক

● **প্রথম পাতার পর**

যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে বিজেপি নেতা তথা বিশালগড় কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী নিতাই চৌধুরী, বিজেপি সিপাহীজলা জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্ত, গোলাঘাটি মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত সেনগুপ্ত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। নিতাইবাবু এই সংঘর্ষের পেছনে কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন। তবে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে, এই সংঘর্ষের ঘটনার জেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ফলে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যারা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। তিনি সকল অংশের জনগণের কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি, নদীলাগ এলাকার সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী বাইদ্যাদীঘি বাজারে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস বলে দাবি করেন তিনি।

প্রথম টি-২০ ম্যাচে এই হতে পারে ভারতের প্লেয়িং ইলেভেন, এই খেলোয়াড় খেলবেন তিন নম্বরে

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসতে চলেছে আর আয়োজক ভারতের বিরুদ্ধে আগামী মাসের ৩ তারিখ থেকে ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের শুরু হচ্ছে। ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে দিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা হতে চলা প্রথম টি-২০ ম্যাচে দুই দলেরই নজর জয়ের দিকে থাকবে।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই হতে পারে ভারতের প্লেয়িং ইলেভেন বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে খেলা ভারতীয় দল গত কিছু টি-২০ সিরিজে লাগাতার ভাল প্রদর্শন করেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাদের সিরিজ ড্র করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এই অবস্থায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হতে চলা টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ভারতীয় দল নিজেদের কব্জা জমাতে চাইবে। কিন্তু বাংলাদেশের দলকে দেখে ভারত একটা ভালো ভারসাম্যমান প্লেয়িং ইলেভেনের সঙ্গে মাঠে নামবে। প্লেয়িং ইলেভেনে হতে পারেন এই খেলোয়াড়রা শামিল.রোহিত শর্মা (অধিনায়ক)ভারতীয় ক্রিকেট দলের কার্যনির্বাহী অধিনায়ক রোহিত শর্মার উপর বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব থাকবে। রোহিত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিজের এই দুই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সফল করার প্রচেষ্টা করবেন।শিখর ধবনভারতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান শিখর ধবনের ব্যাট গত কিছু সময় ধরে ভালোভাবে চলেনি। এই অবস্থায় ধবনের উপর রোহিত শর্মার সঙ্গে ভালো শুরু দেওয়ার চাপ তো থাকবেই সঙ্গে নিজের হারানো ছন্দও হাসিল করতে হবে।কেএল রাহুলভারতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ার পর তারকা ব্যাটসম্যান কেএল রাহুল বিজয় হাজারে ট্রফিতে দারুণ ফর্ম দেখিয়েছেন। কেএল রাহুলকে যদিও লাগাতার গত দুটি টি-২০ সিরিজে প্লেয়িং ইলেভেনের বাইরে রাখা হয়েছিল কিন্তু এই সিরিজে তার সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত।শ্রেয়স আইয়ারভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান শ্রেয়স আইয়ারের বিশ্বকাপের পর ওয়েস্টইন্ডিজ সফরে দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। শ্রেয়স আইয়ারের ওয়েস্টইন্ডিজের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও প্রদর্শন দুর্দান্ত ছিল। এই অবস্থায় তার উপর সকলের নজর থাকবে।মনীষ পাণ্ডেভারতীয় দলের তরুণ প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান মনীষ পান্ডে সাম্প্রতিককালে ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি ভারতীয় এ- দলের হয়েও নিজের জোরদার প্রদর্শন দেখিয়েছেন। মনীষ পান্ডে এই মুহূর্তে দারুণ ফর্মে রিয়েছেন যার ফায়দা তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তুলতে চাইবেন।ঋষভ পন্থমহেন্দ্র সিং ধোনির অনুপস্থিতিতে তরুণ উইকেটকিপার ঋষভ পন্থকে লাগাতার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন করতে পারছেন না। ঋষভ পন্থ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ভালো প্রদর্শন করতে পারেননি কিন্তু তার পর ভরসা রাখা হতে পারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও। ক্রুণাল পাণ্ডিয়াভারতীয় দলের তরুণ অলরাউন্ডার ক্রুণাল পাণ্ডিয়া গত কিছু ম্যাচে লাগাতার টি-২০ দলের অংশ রয়েছেন। ক্রুণাল নিজের স্পিন বোলিংয়ের পাশাপাশি কিছু সুযোগে ব্যাটিংয়েও নিজেকে প্রমান করেছেন। এই অবস্থায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও তার কাছে অনেক আশা থাকবে। ওয়াশিংটন সুন্দরভারতের তরুণ প্রতিভাবান অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর নিজের প্রদর্শনে ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোটো ফর্ম্যাটে ভালো প্রভাব ফেলেছেন। যতই সুন্দর উইকেট বেশি না নিন, কিন্তু তার আঁটোসাটো বোলিংয়ে নতুন বলে রান আটকানোর কাজ দারুণভাবে করেছেন।দীপক চাহারভারতীয় দলের তরুণ জোরে বোলার দীপক চাহার যেমন যেমন সুযগ পেয়েছেন তেমন তেমন তিনি নিজেকে প্রমান করেছেন। দীপক চাহার ওয়েস্টইন্ডিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ভালো বোলিং করেছিলেন। তার কাঁধে প্রধান বোলারের দায়িত্ব থাকবে।খলিল আহমেদভারতের জোরে বোলারদের মধ্যে টি-২০ ফর্ম্যাটে রাজস্থানের তরুণ জোরে বোলাররা ভালো জায়গা করে নিয়েছে, যেখানে দীপক চাহারের পর খলিল আহমেদের নামও রয়েছে। খলিল আহমেদ সুযোগ পেলে উইকেট নেওয়ার কৌশলকে ভালোই রপ্ত করেছেন। যজুবেন্দ্র চহেলভারতীয় দলের রিস্ট স্পিনার যজুবেন্দ্র চহেল লাগাতার দুটি সিরিজে বিশ্রাম পাওয়ার পর এই সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন। যজুবেন্দ্র চহেলের প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিশ্চিত দেখাচ্ছে। চহেলের উপর প্রধান স্পিনারের দায়িত্ব থাকবে।

কোহলিদের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা বাংলাদেশের

সাকিব আল হাসান বিতর্কে সরগরম বাংলাদেশ ক্রিকেট। তারই মধ্যে ভারত সফরের জন্য টেস্ট ও টি-২০ দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিরাটদের বিরুদ্ধে টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মোমিউল হক। টি-২০তে অধিনায়ক করা হয়েছে মাহমুদুল্লাহকে।শুধু তাই নয়, সাকিবকে যেহেতু ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব গোপনের অভিযোগে নির্বাসন দিয়েছে আইসিসি, সেহেতু তাঁর পরিবর্তে বাংলাদেশ দলে আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডারের পরিবর্তে ভারত সফরে টেস্ট ও টি-২০ দুই সিরিজেই দলে আসবেনতাইজুল ইসলাম। এছাড়া চোট পেয়ে আগে থেকেই মাঠের বাইরে রয়েছেন মহম্মদ সইফুদ্দিন। তাই তাঁর বদলে দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে আবু হায়দার রনিকে। এমনকি ব্যক্তিগত কারণবশত ভারত সফর থেকে সরিয়ে দাঁড়িয়েছেন তামিম ইকবাল। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে দলে দেখা যাবে মহম্মদ মিঠুনকে। তবে এত বদল ঘটলেও দলের পেসার মুস্তাফিজুর রহমান টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন।এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশের টি-২০ ও টেস্ট দল :টি০২০ দল : মাহমুদুল্লাহ (অধিনায়ক), মহম্মদ নঈম, সৌম্য সরকার, আফিফ হোসেন, মোসাদ্দেক হোসেন, আনিমুল ইসলাম, লিটন দাস, মুশফিকুর রহিম, আরাফত সানি, আল্প-আমিন হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, শইফুল ইসলাম, আবু হায়দার রনি, মহম্মদ মিঠুন ও তাইজুল ইসলাম।টেস্ট দল : মোমিউল হক (অধিনায়ক), শাদমান ইসলাম, ইমরুল কায়েস, সইফ হাসান, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মাহমুদ্দলাহ, মোসাদ্দেক হোসেন, মেহেদি হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, নঈম হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান, আল-আমিন হোসেন ও ইবাদত হোসেন।

টি-২০ সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেন: এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ জয় নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডের প্রথম টি-২০ ম্যাচে ১৩৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছিল অজিরা। এবার ব্রিসবেনের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে সিংহলিদের ৯ উইকেটের ব্যবধানে পরাস্ত করল অস্ট্রেলিয়া।গাব্বায় টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। ১৯ ওভারে ১১৭ রানে অল-আউট হয়ে যায় মালিঙ্গারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩ ওভারে ১ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।শ্রীলঙ্কা ইনিংসের শুরু থেকেই নিয়মিত অন্তরে উইকেট হারাতে থাকে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন উইকেটকিপার কুশল পেরেরা। ওপেনার দনুস্কা গুণতিলকে করেন ২১ রান। এছাড়া আবিস্কা ফার্নান্ডো ১৭, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ১০, ইসুরু উদানা ১০ ও লকশন সান্দাকান ১০ রানের যোগদান রাখেন। ক্যাপ্টেন মালিঙ্গা আউট হন ৯ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিজেদের মধ্যে ২টি করে উইকেট ভাগ করে নেন বিলি স্ট্যানলেক, প্যাট কামিন্স, অ্যাস্টন এগর ও অ্যাডাম জাম্পা।পালটা ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওভারেই ক্যাপ্টেন অ্যারন ফিঞ্চের উইকেট হারিয়ে বসে। খাতা খুলতে পারেননি ফিঞ্চ। স্টিভ স্মিথের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডেভিড ওয়ার্নার দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। প্রথম ম্যাচে দুরন্ত শতরান করা ওয়ার্নার এই ম্যাচেও হাফ-সেঞ্চুরি করেন। তিনি ৯টি চারের সাহায্যে ৪১ বলে ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে স্টিভ স্মিথ ৩৬ বলে ৫৩ রান করে নট-আউট থেকে যান। অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র উইকেটটি নিয়েছেন মালিঙ্গা। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেরও সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ওয়ার্নার।

সৌরভের আমন্ত্রণে ইডেনে আসছেন হাসিনা

আগামী ২২ নভেম্বর ইডেনে প্রথম গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট হবে। ভারত মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের। তাই নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আগেই। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন হাসিনা। এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীহাসিন বলেছেন, ''সৌরভ এখন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। ও আমায় ফোন করেছে ২২ নভেম্বর ইডেনে খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য। সৌরভ একে তো বাঙালি, তার ওপর ও একজন স্বনামধন্য ক্রিকেটার। তাই আমি ওর আমন্ত্রণ রাখতে ইডেনে ম্যাচ দেখতে যাব।তবে এই আমন্ত্রণ রক্ষার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই বলেই জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ওইদিন ঢাকা থেকে সকাল সাতটার বিমান ধরে কলকাতায় আসবেন হাসিনা ও সেদিনই তিনি ফিরে যাবেন। তবে মোদির ইডেন ম্যাচে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই সিএবি সূত্রের খবর। তবে মোদি না য়াসলেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিন ক্রিকেটের নন্দনকাননে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোয়াপধ্যায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

শাকিব ভুল করেছেন, কঠিন পরিস্থিতিতে ওঁর পাশে আছি: হাসিনা

দ্য ওয়াল ব্যুরো: আইসিসির নিয়ম অমান্য করে বুকির সঙ্গে সম্পর্ক রাখায় দু''বছরের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের অধিনায়ক শাকিব আল হাসানকে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শাকিবের পাশে রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও। মঙ্গলবার আইসিসির তরফে এই সিদ্ধান্তের পর বুধবার হাসিনা জানিয়েছেন, ''এটা পরিষ্কার যে শাকিব ভুল করেছেন। কিন্তু উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। আইসিসির এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই সরকারের। কিন্তু এই সময় শাকিবের পাশে রয়েছি আমরা। আশা করি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও দেশের অধিনায়কের পাশে থাকবে।'' হাসিনার এই মন্তব্যের পরে বিবৃতি দেয় বিসিবিও। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান এর আগে প্রস্তুতি ম্যাচে না খেলা ও বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের বোর্ডের বিরুদ্ধে ধর্নায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শাকিবের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিনি জানান, ''আমরা আশা করছি আরও ভালো ও পরিণত ক্রিকেটার হিসেবে ফিরে আসবেন শাকিব। আরও অনেক বছর বাংলাদেশের ক্রিকেটকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবেন তিনি। এই সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রতি মুহূর্তে শাকিবের পাশে রয়েছে। সেই সঙ্গে দুর্নীতি দূর করার বিষয়ে আইসিসির সিদ্ধান্তের প্রশংসা করছে বিসিবি।'' মঙ্গলবার আইসিসি শাকিবের দু''বছরের নির্বাসনের কথা ঘোষণা করে। বুধবার আইসিসির তরফে তাদের ওয়েবসাইটে একটি সাত পাতার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে বুকির সঙ্গে শাকিবের যোগাযোগের কথা লেখা রয়েছে। আইসিসির দুর্নীতি দমন শাখার তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালের ১৯ জানুয়ারি দীপক আগরওয়াল নামের ওই বুকি শাকিবকে হোয়াটসঅ্যাপ করে। তারপরে একাধিকবার শাকিবের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে দীপক। আইপিএলে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে কিংবা শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবোয়ের সঙ্গে সিরিজ চলাকালীন যোগাযোগ করেছে দীপক। শাকিবের তরফে কোনও কথা না বলা হলেও এই বিষয়টি আইসিসিকে জানাননি তিনি। পরে তা আইসিসি জানতে পারলে শাকিবকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার জবাবে সব কথা স্বীকার করে নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তারপরেই তাঁকে দু''বছরের নির্বাসনের সাজা দেয় আইসিসি। শাকিব বুকির সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার না করলে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্যও নির্বাসন দিতে পারত আইসিসি। শাকিবের নির্বাসনের ফলে ভারতে টি ২০ সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন মেহমুদুল্লাহ রিয়াধ। অন্যদিকে টেস্ট অধিনায়ক হবেন মোমিনুল হক। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়াতে টি ২০ বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না শাকিব।

বড় খবর ! সাকিবের নির্বাসনের পিছনে রয়েছে ভারতীয় বুকি দীপক আগারওয়ালের হাত।

আইসিসির কাছে ম্যাচ-ফিক্সিং সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার জন্য আইসিসি দুবছরের জন্য নির্বাসিত করেছে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে। আইসিসি প্রথমে দুই বছরের জন্য নির্বাসিত করেছিল ওয়ানডেতে বিশ্বের নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার সাকিব কে, কিন্তু সাকিব নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় তার শাস্তি কমিয়ে এই মুহূর্তে এক বছর করা হয়েছে।
অর্থাত ২০২০ সালে ফের ক্রিকেট মাঠে নামতে পারবেন সাকিব। আর বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে সাকিবের এই শাস্তির নেপথ্যে রয়েছে এক ভারতীয় বুকির হাত।ভারতীয় জুয়াড়ি দীপক আগারওয়ালের নাম এই মুহূর্তে জড়িয়ে গিয়েছে সাকিব আল হাসানের নির্বাসনের ঘটনার সাথে। জানা গিয়েছে ২০১৭ সালে এই ভারতীয় বুকের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাচ ফিক্সিং সংক্রান্ত বেশ কিছু কথাবার্তা হয় সাকিবের। তবে সেই কথাবার্তার ব্যাপারে আইসিসি কিংবা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কাউকেই কিছু জানায়নি সাকিব আল হাসান, আর এই তথ্য গোপন করে যাওয়ার জন্যই কার্যত সাকিবকে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হতে হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে।বাংলাদেশ লিগ চলাকালীন সাকিবের এক পরিচিত ব্যাক্তি সাকিবের নাম্বার দিয়েছিলেন দীপক আগারওয়াল কে। এরফলে দীপক এবং সাকিবের মধ্যে ফের কথাবার্তা শুরু হয় ২০১৮ সালে।দীপক ২০১৮ সালে ত্রিদেশীয় সিরিজ চলাকালীন ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব দিয়েছিল সাকিবকে পরে আইপিএল চলাকালীন ফের সাকিবকে ম্যাচ ফিক্সিং করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল এই দীপকই। কিন্তু দুবারই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয় সাকিব কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও সেই প্রস্তাবের ব্যাপারে আইসিসি কে কিছুই জানায় নি সাকিব। আর তাই আইসিসির কাছে ম্যাচ ফিক্সিং সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার জন্য সাকিবকে এক বছর নির্বাসিত করল আইসিসি।

ক্রিকেট ম্যাচের চেয়ে দিল্লির দূষণের বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মত গম্ভীরের

নয়াদিল্লি: রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ। তার আগে নয়াদিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে সব মহলেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, ''দিল্লিতে ক্রিকেট বা অন্য কোনও খেলা হওয়ার চেয়ে দূষণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
আমার মনে হয়, ক্রিকেট ম্যাচের চেয়েও দূষণের মাত্রা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া দিল্লির মানুষের। শুধু অ্যাথলিটদের কাছেই নয়, সাধারণ মানুষের জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটি ম্যাচ অত্যন্ত ছোট বিষয়। শিশু-থেকে বৃদ্ধ, গোটা দিল্লির সব বয়সের মানুষই দূষণের শিকার হচ্ছেন। তাই এটা আমাদের দায়িত্ব। আমি জানতে পেরেছি, দূষণ এখন কিছুটা কমেছে। তবে এখনও অনেক কিছু করতে হবে।''গম্ভীর আরও বলেছেন, ''ম্যাচ হবে কি না, সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না। ম্যাচ হওয়া উচিত। আশা করি খেলা হবে। তবে সারা বছর ধরে দিল্লির মানুষকে যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, সেটাই আসল ভাবনার বিষয়। সবাই নিশ্চয়ই এমন পরিবেশে খেলতে চায়, যেটা খেলোয়াড় সহ সবার জন্যই আদর্শ। দূষণের মাত্রা বেশি হলে অবশ্যই বিকল্প কেন্দ্রের কথা ভাবা উচিত। তবে গত ৬ বছরে এবারই দীপাবলির পর সবচেয়ে কম দূষণ হয়েছে। এর কৃতিত্ব দিল্লিবাসীদের। তাঁরা আতসবাজির বিষয়ে অনেক সচেতন হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব নিজেদের বলে দাবি করে বিজ্ঞাপনের গিমিকের বদলে দিল্লি সরকারের অন্য অনেক কাজ করা উচিত। দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা উচিত। দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু গত সাড়ে চার বছরে দিল্লি সরকার কী করেছে, সেটা আমার মনে পড়ছে না। দিল্লি সরকারকে নড়েচড়ে বসতে হবে।''

৩০ বছর পর জার্মান ডার্বিতে

বার্লিন প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার তিরিশ বছর পর জার্মানির বুন্দেশলিগা ফুটবল ডার্বিতে প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে বার্লিনের এফসি ইউনিয়ন আর হার্থা বার্লিন। এই খেলা ফের রেষারেষির জন্ম দেবে নাকি সংযুক্তির হাওয়া আরও বাড়াবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দুই ক্লাবের স্টেডিয়ামের মধ্যে ফারাক ২৬ কিলোমিটার। কিন্তু কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানি আর ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানি তাদের দুই দেশে আলাদা করে দিয়েছিল দুই ক্লাবকে। খেলা হবে শনিবার। ১৯৯০ সালে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার ৭৯ দিন পর বন্ধুত্বমূলক ম্যাচ খেলেছিল দুই দল অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। এই প্রথম জার্মান ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলতে চলেছে দুই দল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন ক্রিকেট কর্তাকে সাসপেন্ড

ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের পর ভারতের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ওয়াশ আউট হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কার্যত ছত্রাখ্যান হয়ে থাকা প্রোটিয়া শিবিরে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করেছে বেতন বিতর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার তিন ক্রিকেট কর্তার সাসপেন্সন।দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, সাসপেন্ড হওয়া ক্রিকেট কর্তারা হলেন চিফ অপারেটিং অফিসার নাসেই আপিয়া ও স্পনসরশিপ হেড ক্লাইভ একসটেন। তালিকায় রয়েছে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন ক্রিকেট ডিরেক্টর কোরি ভান জেইল।

মাত্র ৫০টাকায় পাওয়া যাবে ইডেনে ভারত বনাম বাংলাদেশের টেস্ট ম্যাচের টিকিট

অদ্রিজা ঘোষ,কলকাতা: ক্রিকেটে টেস্ট ম্যাচের জনপ্রিয়তা বাড়াবার উদ্দেশ্যে ভারত বনাম বাংলাদেশের প্রথম দিন-রাতের টেস্টের টিকিটের মূল্য ধার্য করা হল ৫০টাকায়। সিএবি-র সচিব অভিষেক ডালমিয়া একথা জানান।৬৮,০০০ এর আসন সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করবার জন্য করা হয়েছে কিছু বদল। যেমন- দুপুর ১-১:৩০ মিনিটে খেলা শুরু করবার জন্য সিএবি অনুমতি চেয়েছে বিসিসিআই এর থেকে। যার ফলে রাত্রি ৮:৩০টার মধ্যে ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে এবং দর্শকেরা সহজেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। এছাড়া প্রতিদিনের টিকিট মাত্র ৫০,১০০ এবং ১৫০টাকায় পাওয়া যাবে।বিসিসিআই থেকে ম্যাচ শুরু করবার সময় সংক্রান্ত অনুমতি পেলেই টিকিট ছাপাতে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অভিষেক ডালমিয়া। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই সভাপতি পদে আসবার পর মঙ্গলবারই তিনি ইডেনে ভারত-বাংলাদেশের প্রথম দিন-রাতের টেস্টের কথা ঘোষণা করেন। আগামী ২২-২৬শে নভেম্বর ইডেনে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

সন্ধান চাই

Ref : East Agartala women PS GD. Entry No-14 dt: 19/10/2019

পাশের ছবি তিনটির ১) শ্রীমতি পারমিতা বণিক, স্বামী-শ্রী অমৃত সরকার, সাং-কেষ্টপুর, মাজা পাড়া, কোলকাতা, থানা-বাঘুইহাটি, বয়স-২৪ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - ফর্সা, ২) মিস্ অদ্রিকা সরকার, পিতা-শ্রী অমৃত সরকার, সাং-কেষ্টপুর, মাজাপাড়া, থানা-বাঘুইহাটি, বয়স -৩ বছর ৩) মিস্ অনুশক সরকার, পিতা-শ্রী অমৃত সরকার, সাং-কেষ্টপুর, মাজাপাড়া, কোলকাতা, থানা- বাঘুইহাটি, বয়স -৩বছর, গত ১৮/১০/২০১৯ইং তারিখ আনুমানিক দুপুর ১২টার সময় আগরতলা বিমান বন্দর হইতে তার দুই মেয়ে শিশুকে নিয়ে আগরতলা শিবনগর লোটাস ক্লাবের নিকট বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মা ও শিশুদের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

ICA/D-1179/2019-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

পরিচিত জানতে চাই

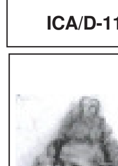

গত ২৯/১০/২০১৯তাং ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার চৈতন্য রিয়াং, ই, এম, ও লিখিতভাবে ধর্মনগর মহিলা থানার ওসিকে জানান যে একজন অপরিচিত মহিলা (৫০) ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে গত একমাস আগে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে ২৯/১০/২০১৯ সকালবেলা তিনি মারা যান। মৃত মহিলা ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা হল বয়স অনুমান ৫০ বৎসর, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট, গায়ের রং শ্যামলা, মাথায় কালো চুল আছে, পরনে হলুদ রঙ্গের গেঞ্জী ও লাল রঙ্গের কম্বল। উক্ত সংবাদ মূলে ধর্মনগর মহিলা থানার জিডি এন্টি নং ০৬ তাং ২৯/১০/২০১৯ নথিভুক্ত করা হয়।
উপরোক্ত মৃত (মহিলা) ব্যক্তির বিস্তারিত নাম ঠিকানা জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ওসি ধর্মনগর মহিলা থানা ফোন নংঃ ০৩৮২২-২৩২৩০০
এস, ডি, পি, ও, ধর্মনগর ফোন নংঃ ০৩৮২২-২২০৩০৯
এস, পি, উত্তর ত্রিপুরা ফোন নংঃ ০৩৮২২-২৩৪৪৬৬
পুলিশ কন্ট্রোল, উত্তর ত্রিপুরা নংঃ ০৩৮২২-২২৪৪১১

ICA/D-1182/2019-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ফুটবলের নতুন রোড ম্যাপকে স্বাগত জানালেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক

২৬ তারিখ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে ভারতীয় ফুটবলের নতুন রোড ম্যাপকে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের সব স্টেক হোল্ডারার কার্যত মেনে নিয়েছেন এএফসির প্রস্তাব। এবার ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীও স্বাগত জানালেন ভারতীয় ফুটবলের নতুন রোড ম্যাপকে। ব্লু টাইগার্স অধিনায়কের মতে লিগ যত বড় হত ততই ভারতীয় ফুটবলের জন্য ভাল।দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে সুনীলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতীয় ফুটবলের নতুন রোড ম্যাপ নিয়ে। সেখানেই সুনীল বলেন, ''লিগ যত বড় হবে ততই ভারতীয় ফুবলের ক্ষেত্রে সেটা ভাল। কারণ ফুটবলরার যেমন বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে তেমনই বেশি দল লিগে খেললে অনেক নতুন ফুটবলেরও উঠে আসর সুযোগ পাবেন। তবে ভারতীয় ফুটবলের সব অংশীদারদের এই নতুন বিষয় গুলি মেনে নিয়ে এগোতে হবে।'' মত সুনীলের। বর্তমানে বেঙ্গালুরু এফসিতে খেলছেন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের জার্সিতে একটা সময় খেলা ভারত অধিনায়ক। তিনি আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে মিস করেন বলে একাধিকবার জানিয়েছেন সুনীল। নতুন রোড ম্যাপ অনুযায়ী আগামী মরসুমে আইএসএলের খেলার সুযোগ রয়েছে কলকাতার দুই প্রধানের সামনে।এদিকে নভেম্বর মাসের ১৪ ও ১৯ তারিখ জাতীয় দল বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্নায়ক পর্বে দুটি ম্যাচ খেলবে। ১৪ তারিখ সুনীলদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ও ১৯ তারিখ ভারত খেলবে ওমানের বিরুদ্ধে। দুটি ম্যাচই বাইরে। তবে তার আগে জাতীয় দলের ফুটবলারদের নিয়ে পর্যাপ্ত দিন অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছেন না জাতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। সুনীলের মতে ফিটনেসের দিক থেকে সমস্যা না হলেও ফুটবলারদের বোঝাপড়ার দিক থেকে যে কিছুটা হলেও সমস্যা হবে সেটা মেনে নিচ্ছেন সুনীল।

CMYK

জাগরণ 31 October, 2019, Thursday আগরতলা, ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ১৩ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সড়ক ও সেতুর মেরামতি এবং নির্মাণ কাজ দ্রততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজ্যে সড়ক ও সেতুর মেরামতি এবং নির্মাণকাজ দ্রততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ত দপ্তরের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আজ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৈঠককে পৌরহিত্য করেন। দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম তিনি পর্যালোচনা করেন। সড়ক ও সেতুর মেরামতি ও নির্মাণকাজ দ্রততার সাথে রূপায়ণ করার জন্য দপ্তরকে বিশেষ নজর দিতে বলেন তিনি। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কাজ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে রাস্তাগুলি হাসপাতাল, বাজার, জেলা, মহকুমা ও ব্লক সদর এবং অন্যান্য জনবহুল স্থানকে যুক্ত করে রেখেছে, সেগুলির কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনওভাবেই যেন এই অগ্রাধিকারের কাজগুলি আটকে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি বলেন, কাজে গতি বাড়াতে হবে। দ্রত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সমস্যা থাকলে চিহ্নিত করতে হবে। তা নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে কথা বলে সমাধান করে কাজ করতে হবে। তবেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

এদিনের সভায় পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব এস আর কুমার উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার দীপক দাস সার্কেল অনুসারে দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, পূর্ত দপ্তরের ৫টি সার্কেলের অন্তর্গত ৩,৯৭৫টি রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে কুমারঘাট সার্কেলে ৭১৩টি, উদয়পুরে ১,০৯৭টি, আমবাসায় ২০১টি এবং আগরতলার দুটি সার্কেলে রয়েছে ১,৯৬৪টি। তিনি বলেন, দপ্তরের জনিয়র হি'নীয়ারগণ নিয়মিতভাবে এই রাস্তাগুলি পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শনের সময় তারা রাস্তাগুলির অবস্থা, মেরামতির প্রয়োজনীয়তা, কোথাও জরুরী ভিত্তিতে মেরামতির দরকার রয়েছে কিনা এই সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক রিপোর্টের মাধ্যমে দপ্তরকে অবহিত করেন। দপ্তর সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। চলতি মাসে করা এরূপ একটি সার্ভের তথ্য তিনি সভায় উপস্থাপন করে মুখ্য বাস্তুকার শ্রীদাস জানান, দপ্তরের ৫টি সার্কেলের অন্তর্গত যে ৩,৯৭৫টি রাস্তা রয়েছে, তার মোট দূরত্ব ৮,১১০ কিমি। তার মধ্যে প্রায় ৪,৯৫৭ কিমি রাস্তা বর্তমানে ভালো অবস্থায় রয়েছে। মেরামতি দরকার ৩,১৫২ কিমি রাস্তার। চলতি বছরে ৯১৯ কিমি রাস্তার মেরামতির কাজ ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার নয়াদিল্লি পিএমও অফিসের কর্মচারীদের সাথে দেওয়ালী মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

মুলায়মের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : রাজনীতিতে সৌজন্যের নজির গড়লেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার দীপাবলির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির বর্ষীয়ান নেতা মুলায়ম সিং যাদবের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন যোগী আদিত্যনাথ।

এদিন মুলায়ম সিং যাদবের বিক্রমাদিত্য মার্গের বাসভবনে যান যোগী আদিত্যনাথ। দীপাবলির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতেই গিয়েছিলেন। দুই নেতার মধ্যে সৌজন্যমূলক বৈঠক হয়।

বৈঠকে মুলায়মের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি। পাল্টা শুভেচ্ছা জানান মুলায়মও। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েকটি বই উপহার দেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মুলায়মের সুস্বাস্থ্যও কামনা করেন যোগী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুলায়ম সিং-এর ছোট ভাই তথা প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টি লোহিয়ার (পিএসপিএল) প্রতিষ্ঠাতা শিবপাল সিং যাদব। চলতি বছরের ১০ জুন মুলায়ম সিং যাদবের স্বাস্থ্যের খোঁজ করতে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

এরপর এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় ছোটে মল রোডে রাজ্যের মন্ত্রী সন্দীপ সিং-এর বাসভবনে। বর্তমানে সেখানেই রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং। সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন যোগী আদিত্যনাথ। এদিন কল্যাণ সিং-এর সঙ্গে ছিলেন এটাহ বিজেপি সাংসদ রাজবীর সিং।

নিজের সন্তানদের বিষ খাইয়ে স্ত্রীর সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী যুবক

বারাণসী, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আর্থিক অনটনের জেরে নিজের সন্তানদের বিষ খাইয়ে গর্ভবতী বৌয়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী বছর ৩২-এর কিষাণ গুপ্ত। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি বারাণসী হুকুলগঞ্জে ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে বোনের বিয়ের জন্য বাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ করেছিলেন কিষাণ। আর্থিক অনটন এবং ঋণ শোধ করতে না পারার জেরে সন্তানদের বিষ খাইয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন পেশায় মোমো বিক্রেতা কিষাণ।

হুকুলগঞ্জের তুলসী নিকেতন বিদ্যালয়ের সামনে মোমো বিক্রি করতেন কিষাণ গুপ্ত। স্ত্রী ও দুই সন্তানদের নিয়ে নিজের পৈত্রিক বাড়িতে থাকতেন কিষাণ।

এছাড়াও তাঁর বাবা অমরনাথ গুপ্ত, মা সাবিত্রী গুপ্ত, বোন এবং তাঁর চার ভাই সেই বাড়িতে থাকত। এদিন সকালে নিজের দুই সন্তান শিখা(০৫) এবং উজ্জ্বলকে (০৬) বিষ খাইয়ে খুন করার পর স্ত্রী নীলমের(২৮) সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন কিষাণ গুপ্ত। দুপুরে কিষাণের ছোট ভাই প্রকাশ বাড়িতে এসে নিজের ভাইপো এবং ভাইঝিকে ডাকতে থাকে। কোনও সাড়া না পেয়ে কিষাণের ঘরে ঢুকে চারটি দেহ দেখতে পান তিনি। তার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মৃতের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, হুকুলগঞ্জে কিষাণের নিজের বাড়ি রয়েছে। তাঁর বাবারও দুইটি বাড়ি রয়েছে। দুটি বাড়ির ভাড়া দিয়ে এবং মোমো বিক্রি করে ভালই চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য ১০ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছিলেন কিষাণ। ঋণ শোধ করতে দেরি হওয়ায় সুদ বেড়ে চলেছিল। কিষাণের উপর চাপ বাড়ছিল। মূলত গোটা পরিবারের আর্থিক বোঝা তাকেই বইতে হত। পাশাপাশি অসুস্থ ছিল কিষাণের মা সাবিত্রী। তার চিকিৎসা খরচও বইতে হত কিষাণকে। স্ত্রী নীলমও আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন।

দীপাবলিতে ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন মন্ডপে সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঊনকোটি, ৩০ অক্টোবর।। ঊনকোটি জেলায় দীপাবলি উৎসবে আমজনতার সঙ্গে আনন্দ উল্লাস ভাগ করে নিতে জেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ঊনকোটি জেলার রাজনগরের এলবিবি ক্লাবে দীপাবালি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, যে কোন উৎসব অনুষ্ঠান মিলন ও ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। প্রত্যেক পরিবার ও সমাজে সুখ সমৃদ্ধির বার্তা বইয়ে নিয়ে আসে। পূজা পার্বনে সকল অংশের জনগণকে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ। অনুষ্ঠানে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। এ ধরনের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেছেন তিনি। আগামী দিনে দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া রক্তদান শিবির সংগঠিত করা এবং সামাজিক বনায়ন তৈরিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের সাফল্য তুলে ধরে জনগণকে উন্নয়নে সাথী হতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সচিবালয় থেকে পরিচালিত হয় না। জনগণের সঙ্গে থেকে সরকার চলছে। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের একাউন্টে আসছে। রেগার কাজের পরিমান বেড়েছে। সিংহভাগ মজুরির টাকা পূজার আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে ঊনকোটির এলবিবি ক্লাব এবছর নানা সামাজিক কর্মসূচিও বাস্তবায়িত করেছে। আগামী দিনেও সামাজিক কর্মসূচিতে তাদের অংশ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে সংস্থার কর্মকর্তারা অঙ্গিকার গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি, পুরস্কৃত ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরা। গত ২৩ অক্টোবর পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকে জাতীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সি সুব্রমানিয়াম হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার-২০১৯ প্রদান উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ ''দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ পুরস্কার'' হিসাবে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতিকে এবং গোমতী জেলার অন্তর্গত কিল্লা ব্লকের অধীন আঠারভোলা এবং নোয়াবাড়ি ভিলেজ কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়। সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত সংস্থার জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ''নানাজী দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গৌরব গ্রামসভা পুরস্কার'' হিসাবে খোয়াই জেলার অন্তর্গত খোয়াই ব্লকের মধ্য সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয় এবং নির্বাচিত সংস্থার জনপ্রতিনিধির হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। ''চাইল্ড ফ্রেণ্ডলী গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার'' হিসাবে গোমতী জেলার অন্তর্গত মাতাবাড়ি ব্লকের অধীন চন্দ্রপুর ভিলেজ পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং নির্বাচিত সংস্থার জনপ্রতিনিধির হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এই তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে। সাথে দপ্তর দাবি করেছে, এক উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে দপ্তর আত্মবিশ্বাসী এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পুরস্কার এবং প্রশংসা প্রাপ্তিতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রীর ''সবকা সাথ সবকা বিকাশ'' এই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হলেন দেবেন্দ্র ফরণবীশ

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার মহারাষ্ট্রের বিধানভবনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে কার্যবাহী মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফরণবীশকে সর্বসম্মতিক্রমে বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে। এদিন দলের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল এবং অর্থমন্ত্রী সুধীর গুন্টিবার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। নাম প্রস্তাবের পরই নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়করা হাত তুলে সমর্থন জানান। এদিন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কিষান কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অবিনাশ রায় খান্না। জানা গিয়েছে, আগামী শুক্রবার শিবসেনার পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ক দলের বৈঠকে তাদের দলের নেতাকে নির্বাচিত করা হবে। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি-শিবসেনা জোট জয় করে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে দুদলের দড়ি টানাটানিতে নতুন সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে। শিবসেনা এই রাজ্যে বিজেপির কাছে ৫০ শতাংশ ক্ষমতা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। অর্থাৎ শিবসেনা আড়াই বছরের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে অন্যতম দাবি করছে। আর এই দাবি মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। ২৮৮ আসনবিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভার এবারের নির্বাচনে বিজেপি ১০৫টি, শিবসেনা ৫৬টি, এনসিপি ৫৪ টি এবং কংগ্রেস ৪৪টি ছাড়াও নির্দল ২৯ টি আসন দখল করেছে। এই নির্বাচনে বিজেপি এবং শিবসেনা জোট করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

বৃহস্পতিবার বিকেলেই বৈঠকে বসতে চলেছে বাম-কংগ্রেস

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.): গত লোকসভা ভোটে জোটের আলোচনা এগিয়েও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নিঊ আগামী বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট এখন পর্যন্ত এক রকম নিশ্চিতঊ আজ বিকেলেই বৈঠকে বসতে চলেছে বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সোমেন মিত্র এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য যাবেন বৈঠক করতে বিমান বসু এবং সূর্যকান্ত মিশ্রের সঙ্গেঊ রিপন স্ট্রিটে আরএসপি-র ভবনেই হবে এই বৈঠকঊ কবে, একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষনা করা হবে, কী ভাবে হবে তিন বিধানসভা আসনের উপ নির্বাচনের প্রচার হবে, আগামীদিনে কোন পথে হবে আন্দোলন, সেই সব নিয়ে আলোচনা হবে আজকের বৈঠকে।

এদিকে, তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে বিজেপির অন্দরে। পদ্ম শিবিরের নেতারা অবশ্য জোর গলায় জানাচ্ছেন, ওই জোট আদতে বিজেপিরই সুবিধা করে দেবে। কেন না, সংখ্যালঘু ভোট যত কাটাকাটি হবে, ততই সুবিধা পাবে বিজেপি। গত লোকসভায় কংগ্রেস ও বামেরা আলাদা ভাবে লড়েছিল। যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ করেও বিজেপি দেখেছে কালিয়াগঞ্জ অথবা খড়্গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের ভোট যোগ করলেও তাদের টেক্কা দিতে পারছে

কাশ্মীরে নিহত শ্রমিকদের বাড়িতে অধীর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স): বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির বহাল গ্রামে কাশ্মীরে নিহত শ্রমিকদের বাড়িতে যান বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পাঁচ শ্রমিক খুনের ঘটনায় শোকের সঙ্গেই আরও অনেক পরিবারেরই এখন আতঙ্ক। ওই গ্রামের আরও প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করতে গেছেন কাশ্মীরে।

বহাল গ্রামে দাঁড়িয়েই আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে কথা বলেন অধীর চৌধুরী। অধীরবাবু জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই দেহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে বলে তাঁকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব। পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে একটি চিঠি পাঠিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ এবং বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন অধীর চৌধুরী।

অধীর চৌধুরীই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামে দেহ গুলো আনার বিষয়টি দেখভাল করছেন। ঘনঘন যোগাযোগ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে। সংবাদমাধ্যমকে বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ জানিয়েছেন, দেহ আনার ব্যবস্থা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই করছে। এই ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি লিখছেন বলে জানিয়েছেন অধীরবাবু। আরও যাঁরা ওখানে কাজ করতে গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের লোকজন অধীরবাবুকে জানিয়েছেন, ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অধীরবাবু কেন্দ্রকে বলেছেন, দ্রুত একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করার জন্য।

যদিও মুর্শিদাবাদের নিহত পাঁচ জনকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা হলেন, শেখ কামরুদ্দিন, শেখ মহম্মদ রফিক, শেখ নিজামুদ্দিন, মহম্মদ রফিক শেখ এবং শেখ মুরনসুলিন। আহত জাহিরুদ্দিনকে অনন্তনাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। টুইট করে তিনি লিখেছেন, 'কাশ্মীরে বর্বরোচিত হত্যার ঘটনায় আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। মুর্শিদাবাদের পাঁচ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। পরিবারের লোকজনের দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে পরিবারগুলিকে সব রকম সাহায্য করা হবে।'

মহিলার স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই কান্ডে গ্রেপ্তার এক ছিনতাইকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। জয়নগর এ দুই মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই এর ঘটনায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিম থানার পুলিশ মেলাঘর থেকে সাকিল মিঞাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম থানায় নিয়ে আসে। সাকিল মিঞা আগেও বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাই বাজের সাথে জড়িত ছিলো। সাকিল মিঞা সহ তার অনুগামীরা আগে রাত্রি বেলায় মানুষের বাড়িতে ঢুকে চুরি করে সব কিছু নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ এ পারি দিত। বিগত বেশ কয়েক মাস যাবত ত্রিপুরাতে তাকে আর দেখা যায় নি। সাকিল মিঞা ত্রিপুরাতে পা দিয়েই প্রাতভ্রমনকারীদের কাছ থেকে ছিনতাই করে পালিয়ে যেতো। সোমবার জয়নগর দুই মহিলার কাছ থেকে সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম থানার পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে মেলাঘর থেকে সাকিল মিঞাকে আটক করে পশ্চিম থানায় নিয়ে আসে।

বিশালগড়ের পালপাড়ায় রাবারের স্মোক সেন্টারে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাবারের স্মোক সেন্টারে রহস্যের আগুন। এর আগেও এই বাড়িতে দুই তিনবার আগুন লাগার ঘটনায় দুশ্চিন্তায় বাড়ির মালিক চিন্তা হরন পাল। তবে বাড়ির কেউই ক্যামারার সামনে আসতে চাননি। একই বাড়িতে দুই তিনবার আগুন লাগার পেছনে কী রহস্য আছে? বুধবার দুপুরে বিশালগড় থানার অধীন পালপাড়া নিজ বাড়িতে রাবারের স্মোক সেন্টারে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ছুটে যায় দমকল কর্মী ও সাংবাদিকরা। অভিযোগ আগুন নেভানোর সময় দমকল কর্মীদের সঙ্গে দূর-ব্যবহার করে দুই দুষ্কৃতী। কর্তব্যে বাধা দেয় এক সাংবাদিককেও। যদিও দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে এক দমকল কর্মী দুই দুষ্কৃতীর তান্ডবের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

কলেজগুলিতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দাবী জানাল এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। রাজ্যের কলেজ গুলিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এন এস ইউ আই'র সর্বভারতীয় সভানেত্রী সালমা বেগম এই দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যে এন এস ইউ আই'র সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে রাজ্য সফরে এসেছেন সর্বভারতীয় সভানেত্রী সালমা বেগম। রাজ্য সফর কালে রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়ে আগরতলা কংগ্রেস ভবনে এক পর্যালোচনা ও সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে এন এস ইউ আই প্রদেশ সভাপতিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় সভানেত্রী সালমা বেগম বলেন, রাজ্য তৃণমূলস্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কলেজ গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণার জন্যও তিনি দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে পঠন পাঠনের সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।